দ্বাদশ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

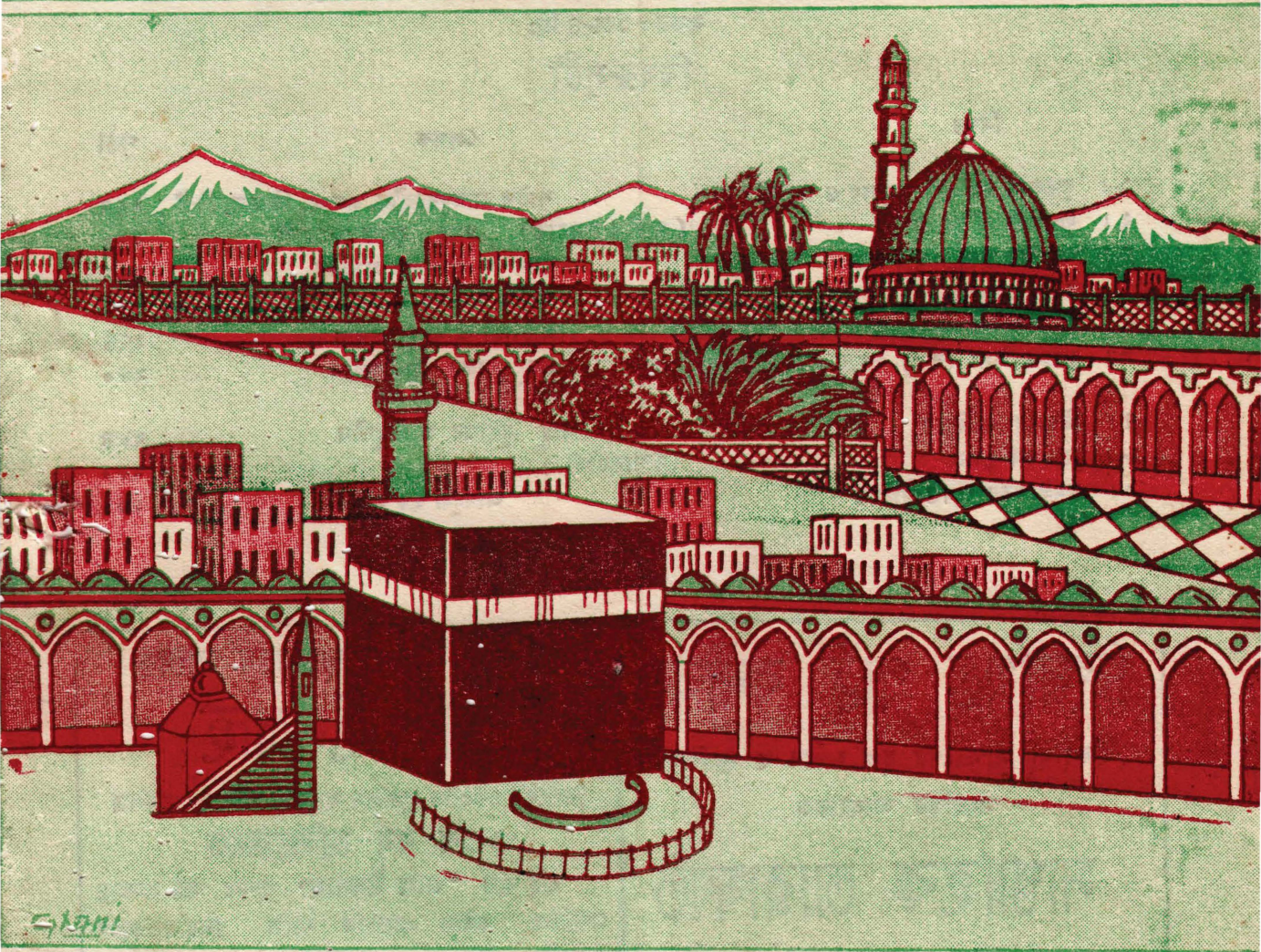

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭১ বাং　　জুন—১৯৬৫ ইং

সফর—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের অনুবাদ ও তফসীর	শাইখ আবদুররহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	২৪৭
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২৬০
৩।	পাকিস্তানের আদর্শবাদ	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	২৬৭
৪।	দ্বীনে ভেজাল	শাইখ আবদুর রহীম	২৭১
৫।	মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৭৪
৬।	হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানগণের আকীদা	আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	২৮০
৭।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	২৮৪
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	২৮৯
৯।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	২৯১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬·৫০ ষান্মাষিক ঃ ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৩শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ
জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

দ্বাদশ বর্ষ	সফর, ১৩৮৫ হিঃ ; জুন, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ ; আষাঢ়, ১৩৭২ বংগাব্দ	ষষ্ঠ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير القران العظيم
কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর
সূরা নাযিয়াত

শাইখ আবদুর রহীম এম·এ, বি·এল বি·টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ النّٰزِعٰتِ

النّٰزِعٰتِ শব্দের অর্থ সজোরে বাহির-কারিণী। সূরাটির প্রথমে এই শব্দটি রহিয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

'সজোরে বাহিরকারিণী' শব্দটি বিশেষণ পদ। কাজেই এই বিশেষণ দ্বারা কাহাদের বুঝান হইয়াছে সে সম্বন্ধে তফসীরকারদের মত-ভেদ দেখা যায়। পরবর্তী বিবরণের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া অধি-কাংশ তফসীরকার ইহার তাৎপর্য 'ফিরিশতা' গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ মত অনুযায়ীই তরজমা করা হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

'অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে'

١ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝	১। যে ফিরিশতাগণ [কাফিরদের শরীর মধ্যে] ডুবিয়া [তাহাদের রূহকে] সজোরে টানিয়া বাহির করে—
٢ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝	২। যে ফিরিশতাগণ [মুমিনদের রূহকে] কোমলভাবে মুক্ত করিয়া লয়—
٣ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝	৩। অনন্তর তাহারা [আকাশে] দ্রুত সাঁতার কাটিয়া যায়,
٤ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝	৪। অনন্তর তাহারা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়,
٥ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝	৫। অনন্তর তাহারা [তাহাদের প্রতি ন্যস্ত] ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করে—তাহাদের কসম !
٦ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝	৬। যে দিন কম্পনশীল পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে—
٧ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝	৭। এবং ঐ কম্পনের পরে পরবর্তী কম্পন ও শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁ দেওয়া হইবে—
٨ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝	৮। সেদিন অন্তরসমূহ সন্ত্রস্ত হইবে—
٩ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝	৯। তাহাদের চক্ষুসমূহ আনত থাকিবে। [অর্থাৎ পুনর্জীবন লাভ অবধারিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও]
١٠ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝	১০। ১১। [অনেক] লোকে বলে, "সে কী কথা ! আমরা যখন ঝুরঝুরে হাড়ে পরিণত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١١ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝

হইব তখন কি আমাদিগকে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?"

١٢ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

১২। তাহারা বলে, "তবে তো উহা ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে।"

[কাফিরদের ঐ উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,]

١٣ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

১৩। ইহা নিশ্চিত যে, একটি মাত্র ধমকের

١٤ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১৪। ফলে লোকে ময়দানে সমবেত হইবে।

١٥ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝

১৫। মূসার কাহিনী কি আপনার নিকটে পৌঁছিয়াছে ?

١٦ اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

১৬। স্মরণ করুন যখন তাহার রব্ব পাক ময়দান তুআ'তে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—

١٧ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

১৭। ফির'আউনের নিকটে যাও—কেননা ইহা নিশ্চিত যে, সে দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

١٨ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۝

১৮। অনন্তর বল, "তোমার কি ইচ্ছা হয় যে, তুমি শুদ্ধচিত্ত হও ?

١٩ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝

১৯। "এবং আমি তোমাকে তোমার রব্বের দিকে চালিত করি এবং ফলে তুমি তাঁহাকে ভয় করিয়া চল।"

٢٠ فَاَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝

২০। অনন্তর মূসা তাহাকে অতি বড় নিদর্শন দেখাইল।

٢١ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝

২১। কিন্তু সে তাহা অবিশ্বাস করিল এবং অমান্য করিল।

٢٢ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝

২২। তারপর সে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া গেল,

www.ahlehadeethbd.org

٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ •

২৩। এবং লোকদেরে সমবেত করিয়া ঘোষণা করিল,—

٢٤ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ •

২৪। এবং বলিল, "আমিই তোমাদের সর্ব-মহান রব্ব।"

٢٥ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ •

২৫। অনন্ত. আল্লাহ তাহাকে পরকালের ও ইহকালের আদর্শ শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিলেন।

٢٦ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ •

২৬। যে ব্যক্তি ভয় রাখে তাহার জন্য ইহাতে নিশ্চয় উপদেশ রহিয়াছে।

٢٧ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا •

২৭। সৃজন ব্যাপারে তোমরা অধিকতর দৃঢ় অথবা আসমানকে যিনি তৈয়ার করিয়াছেন তিনি ?

٢٨ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا •

২৮। যিনি আসমানের [বিশাল] স্থূলত্ব উর্ধে স্থাপন করিয়া উহাকে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا •

২৯। যিনি উহার রাত্রিকে অন্ধকার করিয়াছেন এবং প্রাতঃকালীন রশ্মি পরিষ্কার করিয়া বাহির করিয়াছেন।

٣٠ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا •

৩০। যিনি উহার পরে পৃথিবীকে বিস্তারিত করিয়াছেন।

٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا •

৩১। উহা হইতে পানি ও তৃণক্ষেত্র বাহির করিয়াছেন।

٣٢ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا •

৩২। এবং পাহাড়গুলিকে নোঙরের ন্যায় স্থাপিত করিয়াছেন—

٣٣ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ •

৩৩। তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পশু সমূহের উপভোগের জন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣٤ فَاِذَا جَاءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۔

৩৪। অনন্তর, যখন গুরুতর ঘটনাটি ঘটিবে—(অর্থাৎ কিয়ামত)

٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۔

৩৫। সেই দিনটি এমন হইবে যে, মানুষ [জীবনে] যাহা কিছু করিয়াছিল তাহা সে ঐ দিনে স্মরণ করিবে।

٣٦ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۔

৩৬। এবং যে কেহ দেখিতে পারে তাহারই সামনে 'জাহীম' জাহান্নাম প্রকাশ করা হইবে।

٣٧ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۔

৩৭। অনন্তর, যে ব্যক্তি [পার্থিব জীবনে] ঔদ্ধত্য দেখাইয়াছিল,

٣٨ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۔

৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে ধরিয়া রহিয়াছিল,—

٣٩ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۔

৩৯। তাহার বাসস্থল নিশ্চই 'জাহীম' হইবে।

٤٠ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۔

৪০। আর যে ব্যক্তি তাহার রব্বের সামনে [জবাবদিহি করিতে] দণ্ডায়মান হইবার ভয়ে নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল,

٤١ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۔

৪১। তাহার বাসস্থল নিশ্চয় জান্নাত হইবে।

٤٢ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ
مُرْسٰهَا ۔

৪২। লোকে আপনাকে ঐ সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহার সংঘটন কখন হইবে।

٤٣ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۔

৪৩। উহার আলোচনায় আপনার কী সংস্রব ?

٤٤ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۔

৪৪। উহার শেষ পরিণতি আপনার রব্বের নিকটেই রহিয়াছে।

٤٥ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۔

৪৫। যে ব্যক্তি কিয়ামতকে ভয় করে তাহাকে আপনি সতর্ককারী মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

৪৬ كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحها •

৪৬। যে দিন লোকে কিয়ামত দেখিবে সে দিন তাহারা এমন হইবে যে, তাহারা যেন এক সন্ধ্যা অথবা এক সকালের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই।

سورة عبس
সূরা আবাসা

এই সূরার প্রথমে 'আবাসা' থাকায় ইহার নাম সূরা 'আবাসা' হইয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

১ عبس وتولي •

১। সে মুখভঙ্গি করতঃ মুখ ফিরাইয়া লইল,

২ [illegible]ن جاءه الاعمى •

২। যখন তাহার নিকটে অন্ধ লোকটি আসিল।

৩ وما يدريك لعله يزكى

৩। [illegible] কী করিয়া জানিবে সম্ভবতঃ সে পরিশুদ্ধ হইত!

৪ او يذكر فتنفعه الذكرى

৪। অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত! ফলে, ঐ উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।

৫ اما من استغنى

৫। অপিচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া ভাব দেখাইল,

৬ فانت له تصدى

৬। তুমি তাহার সম্মুখবর্তী হইলে।

৭ وما عليك الا يزكي

৭। যদিও সে পরিশুদ্ধ না হয় তবে তাহাতে তোমার কোন দোষ হয় না।

৮ واما من جاءك يسعي

৮। অথচ যে ব্যক্তি তোমার দিকে ধাবিত হইল —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٩ وَهُوَ يَخْشٰى ـ

৯। আর তাহার মনে ভয়ও আছে।

١٠ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ـ

১০। তাহা হইতে তুমি বে-খেয়াল রহিলে।১

١١ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ـ

১১। ইহা কিছুতেই সঙ্গত নয়। কেননা, এই [কুরআনের] আয়াতগুলি নসীহত বিশেষ।

١٢ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ

১২। কাজেই যাহার ইচ্ছা হয় সে উহা স্মরণ রাখুক ও আলোচনা করুক।

١٣ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ـ

١٤ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ـ

১৩,১৪। উহা রহিয়াছে সম্মানিত, উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন, অতীব পবিত্রতাময় সহীফা সমূহে—

١٥ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ـ

١٦ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ـ

১৫,১৬। সম্মানার্হ, সজ্জন লেখকদের হাতে।

١٧ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ ـ

১৭। মানুষের সর্ব্বনাশ! সে কত অকৃতজ্ঞ,

١٨ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ـ

১৮। তাহাকে আল্লাহ কোন্ বস্তু হইতে পয়দা করিয়াছেন?

١٩ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ـ

১৯। সামান্য পানি হইতে। তিনি তাহাকে পয়দা করিলেন এবং সুষ্ঠু অবয়ব দিলেন।

٢٠ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ـ

২০। তারপর ভাল মন্দ বুঝিবার পথ তাহার জন্য সহজসাধ্য করিলেন।

১। একদা কতিপয় কাফির-নেতার সহিত রসূলুল্লাহ সঃ বাক্যালাপ করিতে থাকাকালে একজন সরল প্রাণ অন্ধ মুসলিম তাঁহার নিকট আসে। রসূলুল্লাহ সঃ ঐ অন্ধের দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঐ কাফির নেতাদের সাথে বাক্যালাপে মশগুল থাকেন। ফলে, অন্ধ মুসলিমটি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। কাফির নেতাদের সাথে রসূলুল্লাহ সঃ-র মশগুল থাকার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাদের প্রভাবে বহু কাফির ইসলাম গ্রহণ করিবে।

রসূলুল্লাহ স-র এই আচরণ আল্লাহ তা'আলার ভাল লাগে নাই। তাই তাহা তিনি রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই আয়াতগুলি যোগে জানাইয়া দেন।

www.ahlehadeethbd.org

٢١ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ •

২১। তারপর তাহাকে মরণ দিয়া তাহাকে কবরস্থ করাইলেন।

٢٢ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ •

২২। তারপর তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উঠাইবেন।

٢٣ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ •

২৩। মানুষের আচরণ কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। কেননা, তাহাকে আল্লাহ যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা সে এখনও পালন করে নাই।[১]

٢٤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝

২৪। আচ্ছা, মানুষ তাহার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করুক!

٢٥ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا •

২৫। নিশ্চয় আমিই পানিকে উপর হইতে যথেষ্টভাবে বর্ষণ করি।

٢٦ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا •

২৬। তারপর মাটিকে উত্তমরূপে দীর্ণ-বিদীর্ণ করি।

٢٧ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا •

২৭। অনন্তর, আমি তাহাতে উৎপাদন করি শস্য,

٢٨ وَعِنَبًا وَقَضْبًا •

২৮। আঙ্গুর-তরী তরকারী,

٢٩ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا •

২৯। যাইতুন, খেজুর,

٣٠ وَحَدَائِقَ غُلْبًا •

৩০। ঘন বাগান সমূহ,

٣١ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا •

৩১। ফল-ফলারি ও তৃণাদি

٣٢ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ •

৩২। তোমাদের উপভোগের জন্য এবং তোমাদের পশুগুলির উপভোগের জন্য।

১। বিখ্যাত তফসীরকার এই আয়াতটিকে মানুষের আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করিয়া অব্যবহিত পূর্ববর্তী আয়াতটির সহিত সংযুক্ত ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ ঃ—

আল্লাহ যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করিয়া উঠাইবেন। এখন তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। কেননা আল্লাহ তা'আলার যাহা কিছু হুকুম করিবার আছে তাহা তিনি এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ করেন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣٣ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ •

৩৩। অনন্তর, কান বিদীর্ণকারী শব্দ যখন আসিবে—

٣٤ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ •

৩৪। সেই সময়ে মানুষ দূরে পলায়ন করিবে নিজ ভাই হইতে,

٣٥ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ •

৩৫। নিজ মাতা ও পিতা হইতে,

٣٦ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ •

৩৬। নিজ স্ত্রী ও পুত্রগণ হইতে।

٣٧ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ •

৩৭। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক লোকেরই এমন অবস্থা হইবে যাহা তাহাকে অপর হইতে বে-খেয়াল রাখিবে।

٣٨ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ •

৩৮। ঐ দিনে কতক মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল,

٣٩ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ •

৩৯। হাস্যময় ও উৎফুল্ল।

٣٠ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ •

৪০। আর কতক মুখমণ্ডল হইবে ধুলি-ধুসরিত,

٤١ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ •

৪১। ঐ মুখমণ্ডলগুলিকে কালিমা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।

٤٢ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ •

৪২। ইহারাই হইতেছে দুর্দান্ত কাফির।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

সূরা তাকভীর

এই সূরার প্রথম আয়াতে كورت শব্দ রহিয়াছে বলিয়া এই সূরার নাম সূরা তাকভীর হইয়াছে।

কিয়ামতের কয়েকটি পর্য্যায় হইবে। প্রথম পর্যায়ে হইবে মহা প্রলয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হইবে মানুষের পুনর্জীবন লাভ ও আল্লার বিচার দরবারে উপস্থিতি। তৃতীয় পর্যায়ে হইবে মানুষের কর্মাকর্মের মূল্য নির্ধারণ করতঃ তাহার বিচার ও ফয়সালা। চতুর্থ পর্যায়ে হইবে মানুষের জান্নাতে অথবা জাহান্নামে বাস।

প্রথম পর্যায় মহা প্রলয় প্রসঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটিবে তাহার কতিপয় এই সূরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। —অনুবাদক।]

بسم الله الرحمن الرحيم

'অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে'

১ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ •

১। যখন সূর্য-কিরণকে গুটাইয়া লওয়া হইবে। অর্থাৎ সূর্য যখন কিরণ শূন্য হইবে,

২ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ •

২। যখন নক্ষত্রগুলি মলিন হইবে,

৩ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ •

৩। যখন পাহাড়গুলিকে শূন্যে চালিত করা হইবে। অর্থাৎ পাহাড় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধুলিকণায় পরিণত হইয়া পেঁজা তুলার মত উড়িতে থাকিবে,

৪ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ •

৪। যখন দশ মাসের গাভীন উটনির কোন তত্ব-তালাশ লওয়া হইবে না। অর্থাৎ মানুষ নিজ অবস্থায় এমন হতভম্ব হইবে যে, সে তাহার মূল্যবান সম্পত্তির দিকেও ভ্রূক্ষেপ করিতে পারিবে না,

৫ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ •

৫। যখন বন্য হিংস্র জন্তু লোকালয়ে সমবেত করা হইবে। অর্থাৎ চরম বিপদগ্রস্ত হইয়া বন্য জন্তু সকল শত্রুতা ভুলিয়া যাইবে,

৬ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ •

৬। যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তপ্ত করা হইবে,

www.ahlehadeethbd.org

৭ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۔

৭। যখন প্রাণসমূহকে একত্র জুড়িয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিবে অথবা শরীরের সহিত প্রাণ জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

৮ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۔

৮। যখন জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিতা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে,

৯ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۔

৯। কোন্ পাপে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?

১০ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۔

১০। যখন মানুষের কার্য-বিবরণীগুলি প্রকাশিত হইবে,

১১ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۔

১১। যখন আসমানকে আবরণ শূন্য করা হইবে,

১২ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۔

১২। যখন জাহীম জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হইবে,

১৩ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۔

১৩। এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে,

১৪ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۔

১৪। তখন প্রত্যেক মানুষ জানিয়া লইবে সে কোন্ কর্মাকর্ম উপস্থাপিত করিয়াছে।

১৫ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۔

১৬ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۔

১৫,১৬। অনন্তর আমি পশ্চাৎ অপসরণ-কারী, সরলভাবে গমনকারী ও গোপনশীলদের, ১

১৭ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۔

১৭। এবং রাত্রি যখন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখনকার রাত্রির,

১। এই গুণগুলি উল্লেখ করতঃ যুহল, মুশতারী মিররীখ, যুহরা, উতারদ প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগুলির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই তিনটি গুণই পাওয়া যায়। কারণ, ইহাদের গতি কিছুকাল যাবৎ পশ্চিম দিক হইতে পূর্বাভীমুখী হইয়া থাকে। তারপর ইহারা হঠাৎ থামিয়া যায় এবং তাহার পরে ইহাদের গতি বিপরীতমুখী হয়। অর্থাৎ পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম মুখী হয়। তারপর তাহারা যখন সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন তাহারা কিছু কাল যাবৎ অদৃশ্য থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ

১৮। এবং প্রাতঃকাল যখন শ্বাস-প্রশ্বাস লয় তখনকার প্রাতঃকালের কসম করিয়া বলি, ২

১৯ اِنَّـهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۔

১৯। "ইহা নিশ্চিত যে, এই কুরআন এক সম্মানিত সংবাদ বাহকের বাণী—

২০ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَـرْشِ مَكِيْنٍ ۔

২০। যে নিজে শক্তিশালী এবং আরশের মালিকের নিকটে মর্যাদাসম্পন্ন,

২১ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۔

২১। গণ্যমান্য তদুপরি বিশ্বস্ত। ৩

২২ وَمَا صَاحِبُـكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۔

২২। আর তোমাদের সঙ্গীটি পাগল নয়

২৩ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۔

২৩। সে ঐ সংবাদ বাহককে উন্মুক্ত আকাশ প্রান্তে বাস্তবরূপে দেখিয়াছে।

২৪ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۔

২৪। আর সে (তোমাদের সঙ্গী) গায়েবী সংবাদ পরিবেশনে কৃপণ নয়।৪

২। উল্লিখিত গ্রহ উপগ্রহগুলির এবং রাত্রির ও প্রভাতের কসম করার তাৎপর্য এই:—

গ্রহ উপগ্রহগুলির সরল সোজা গতি, উহাদের থামিয়া থাকা, উহাদের বিপরীতমুখী গতি ধারণ করা ও উহাদের অদৃশ্য হওয়া উল্লেখ করতঃ পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি কিছুকাল ধরিয়া সমানভাবে অহ্ঈর আগমনের কথা, তারপর কিছুকাল অহ্ঈ বন্ধ থাকা, তারপর কিছুকাল যাবৎ লোকদের ঐ অহ্ঈর বিপরীত আচরণ করার কথা এবং অবশেষে ঐ অহ্ঈ লুপ্ত হওয়ার কথা বুঝানো হইয়াছে। তারপর রাত্রির কসম দ্বারা জগৎময় ধর্মহীনতার কথা বুঝানো হইয়াছে। সর্বশেষে প্রভাত উদয়ের কসম দ্বারা শেষ নবীর আবির্ভাবের কথা বুঝানো হইয়াছে।

৩। আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে জিবরাঈল আঃ কুরআন মজীদের আয়াত সমূহ লইয়া উহা রসূলুল্লাহ সঃ-কে জ্ঞাত করেন। তারপর রসূলুল্লাহ সঃ উহা মানুষকে জানান। ফলে, মানুষ দুইজন সংবাদ-বাহকের মারফতে আল্লার কালাম কুরআন মজীদ লাভ করে। কাজেই আল্লার কালাম অ[illegible] অবস্থায় মানুষ পাইয়াছে বলিয়া তখনই নিঃসন্দেহ [illegible] যায় যদি ঐ সংবাদবাহকদ্বয় বিশ্বস্ত হন। তাই আল্লাহ তা'আলা এই তিনটি আয়াতে জিবরাঈলের সম্মান, মর্যাদ, শক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণপণার কথা উল্লেখ করতঃ ঘোষণা করেন যে, জিবরাঈল আঃ আল্লার কালাম অবিকল রসূলুল্লাহ [illegible] নিকট পেঁছাইয়াছেন।

৪। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংবাদবাহক রসূলুল্লাহ সঃ-র বিশ্বস্ততার কথা এই তিনটি আয়াতে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, তিনি সুস্থমস্তিষ্ক। তারপর বলা হইয়াছে যে, তিনি জিবরাঈল আঃ-কে ভাল ভাবেই চিনেন ও জানেন। কাজেই অপর [illegible] জাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝

২৫। আর ইহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।৫

٢٦ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝

২৬। তবে তোমরা কোথায় যাইতেছ?

٢٧ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

২৭। ইহা সারা জগতের জন্য উপদেশ বাণী ছাড়া তো আর কিছুই নয়—

٢٨ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝

২৮। অবশ্য তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরল পথে চলিতে চায় তাহার জন্য।

٢٩ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৯। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তোমরা ইচ্ছা কর।৬

জিবরাঈল সাজিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে না ও পারে নাই। তৃতীয়তঃ, তিনি গণকও নন এবং অনুমান করিয়া গায়েবী বিষয়সমূহের সংবাদ দেন না। কারণ গণকের পেশা এই যে, সে কিছু নযরানা লইয়া সত্য মিথ্যা গায়েবী সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ কোনও ব্যাপারে কোনও নযরানা গ্রহণ করেন না। বরং স্বেচ্ছায় আগ্রহের সহিত খাঁটি ও খালেস সত্য গায়েবী বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই যে কুরআন রসূলের মারফতে পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহে আল্লার কালাম বটে।

এই কুরআন শয়তানের কালাম হইতে পারে না। কেননা, শয়তান কখনও সৎ পথে চলিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে না। অধিকন্তু কুরআনের মধ্যে শয়তানের যে সব কুৎসা বর্ণিত রহিয়াছে তাহা শয়তান নিজে কখনও বলিতে পারে না।

৬। সূরা হূদের ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

"তোমার রব্বের এই কথা পাকা হইয়া রহিয়াছে—'আমি অবশ্যই জাহান্নামকে জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা পরিপূর্ণ করিবই করিব'।"

তারপর সূরা ٣٢ الم السجدة র ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন;

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

"আর আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে আমি প্রত্যেক লোককে হিদায়ত দান করিতাম। কিন্তু আমার এই কথা অটল রহিয়াছে—'আমি জাহান্নামকে অবশ্যই জিন্ন ও মানুষ উভয় দ্বারা পরিপূর্ণ করিবই করিব'।"

উপরি উক্ত কারণে সকল মানুষ ও সকল জিন্ন সুপথ ও হিদায়ত পাইতে পারে না। এর গূঢ় রহস্য ও মাসলিহাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এখানে পৌঁছিয়া মানুষ নির্বাক।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

শরী'আত-গর্হিত কার্যের শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি

بَابُ التَّعْزِيْرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

তা'যীর ও ডাকাতের হুকম

[যে সকল পাপ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে নাই অথচ উহার জন্য শাস্তি প্রয়োজনীয় হয়, ঐ প্রকার শাস্তিকে তা'যীর বলা হয়।—অনুবাদক]

৪১৭। আবু বুরদা আনসারী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছেন,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى •

"আল্লাহ্'র নির্দ্ধারিত শাস্তি ছাড়া অপর কোন ব্যাপারে দশ বারের অধিক ছড়ির আঘাত করা যাইবে না।"—বুখারী ও মুসলিম।

৪১৮। আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ •

"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদস্খলন ক্ষমা করিয়া দাও—কিন্তু আল্লাহর নির্দ্ধারিত শাস্তি নয়।"—আবু দাউদ, আহমদ, নাসাঈ ও বাইহাকী।

৪১৯। আলী রাঃ বলেন, "আমি কাহারও প্রতি শারীআ'তের নির্ধারিত শাস্তি জারী করিতে গিয়া সে যদি মারা যায় তবে মদপানকারী ছাড়া অপর কাহারও জন্য আমি মনে কোন পীড়া পাই না। কিন্তু মদ পানের শাস্তিতে কেহ যদি মারা যায় তবে আমি তাহার রক্তমূল্য প্রদান করি।"—বুখারী।

৪২০। সা'ঈদ ইবন যাইদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"নিজ মাল রক্ষা করিতে গিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয় তবে সে শহীদের মর্যাদা পায়।"—সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪২১। আবদুল্লাহ ইবন হাব্বাব বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি রসূলুল্লাহ সঃ-কে বলিতে শুনিয়াছেন,

تَكُونُ فِتَنٌ فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ ۔

ফিৎনাসমূহ ঘটিবে—তাহাতে তুমি আল্লার নিহত বান্দা হইও কিন্তু হত্যাকারী হইও না।—ইবন আবী খাইসামা ও বাইহাকী। আহমদ অনুরূপ হাদীস খালিদ ইবন উরফুতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

৪২২। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ۔

যে ব্যক্তি জিহাদ না করিয়া অথবা জিহাদের সঙ্কল্প না রাখিয়া মারা যায় সে ব্যক্তি নিফাকের এক শাখা সহ মরে।"—মুসলিম

৪২৩। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ۔

"তোমরা তোমাদের মাল, তোমাদের জান ও তোমাদের জিহ্বা দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।"—আহমদ ও নাসাঈ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৪২৪। আয়িশা রাঃ বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, স্ত্রীলোকদের উপরেও কি জিহাদ-কর্তব্য রহিয়াছে?" তিনি বলিলেন,

نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ هُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"হাঁ, রহিয়াছে, এমন জিহাদ যাহাতে হানাহানি নাই। উহা হইতেছে হজ্জ ও 'উমরা।"—ইবন মাজা। ইহার সার মর্ম বুখারীতে আছে।

৪২৫। (ক) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ বলেন, একজন লোক জিহাদে অনুমতি লইবার জন্য নবী সঃ-র নিকট আসিলে নবী সঃ বলেন,

أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

"তোমার পিতা মাতা কি জীবিত?" সে বলে, "হাঁ।" নবী সঃ বলেন, "তবে তাহাদের খিদমতে জিহাদ কর।"—বুখারী ও মুসলিম।

(খ) আবু সা'ঈদ রাঃ-র হাদীসও এইরূপ। তবে তাহাতে ইহা বেশী রহিয়াছে—

ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا ۔

"ফিরিয়া যাও। অনন্তর তাহাদের অনুমতি চাও। ফলে তাহারা যদি তোমাকে অনুমতি দেয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[তবে জিহাদে যোগদান করিও]; নচেৎ তাহাদের খিদমত করিতে থাকিও।"

৪২৬। জারীর বাজালী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন.

اَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"ঐ মুসলিম হইতে আমি বেজার ও সম্পর্ক-শূন্য যে মুসলিম মুশরিকদের মধ্যে বাস করে।" ইহা তিনটি সুনান হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইহার সনদ সহীহ। বুখারী ইহার মুরসাল হওয়ার প্রতি জোর দিয়াছেন।

[রসূলুল্লাহ সঃ-র মদীনা হিজরতের অব্যবহিত পরবর্তী যমানার প্রতি এই হাদীস প্রযোজ্য ছিল। কারণ, সে সময়ে মদীনাকে মুসলিমদের কেন্দ্রীয় বাসভূমিতে পরিণত করা কাম্য ছিল। কাজেই তৎকালীন যাবতীয় মুসলিমকে মদীনায় কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য এই নির্দেশ জারী হইয়াছিল।—অনুবাদক]

৪২৭। (ক) ইবন্ আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

"মক্কা ফতহ হইবার পরে [মক্কা হইতে মদীনায়] হিজরতের বিধান থাকিল না। কিন্তু জিহাদ ও নিয়াতের নির্দেশ পূর্ববৎ জারী রহিল।"—বুখারী ও মুসলিম।

(খ) আবু মুসা আশআরী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"আল্লার বিধান যাহাতে উচ্চতম আসন লাভ করে, সেই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে সেই আল্লার পথে রহিয়াছে।"—বুখারী ও মুসলিম।

৪২৮। আবদুল্লাহ ইবন্ সা'দী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ

"যত দিন পর্যন্ত ইসলামের শত্রুর সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হইবে না।"—নাসাঈ। ইবন্ হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

[মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা হইতে হিজরতের নির্দেশ উঠিয়া যায়। কিন্তু যে কোন অমসলিমদের দেশে ইসলামী বিধান অনুসরণ করা অসম্ভব হইলে সেই দেশ হইতে হিজরত করার বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।—অনুবাদক]

৪২৯। তাবিঈ নাফি' বলেন, "বানু মুসতালিক গোত্রের লোক অসতর্ক থাকাকালে রসূলুল্লাহ সঃ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। অনন্তর তাহাদের যুদ্ধক্ষম লোকদিগকে হত্যা করেন এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বন্দী করেন।" আবদুল্লাহ ইবন উমর আমার নিকটে ইহা বর্ণনা করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ঐ হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, সেই সময়ে রসূলুল্লাহ সঃ জুআইরিয়াকে স্ত্রীরূপে লাভ করেন।

৪৩০। আয়িশা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ-র এই নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোন সৈন্য

www.ahlehadeethbd.org

দলের অংশবিশেষের জন্য আমীর নিযুক্ত করিতেন তখন তিনি ঐ আমীরকে নসীহত করিতেন, আল্লাকে সমীহ করিয়া চলিতে এবং তাহার সঙ্গের মুসলিমদের মঙ্গল সাধন করিতে। তারপর তিনি বলিতেন,

اغزوا على اسم الله في سبيل
الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا
وليدا، واذا لقيت عدوك من
المشركين فادعهم الى ثلاث خصال،
فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم
وكف عنهم، ادعهم الى الاسلام، فان
اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى
التحول من دارهم الى دار المهاجرين
فان ابوا فاخبرهم بانهم يكونون كاعراب
المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة
والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع
المسلمين، فان هم ابوا فاسئلهم
الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم
وكف عنهم، فان هم ابوا فاستعن عليهم
بالله تعالى وقاتلهم، واذا حاصرت اهل
حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة
الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل
لهم ذمتك وذمة اصحابك، فانكم ان
تخفروا ذممكم اهون من ان تخفروا
ذمة الله، وان ارادوك ان تنزلهم
على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك،
فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله
تعالى ام لا ·

"আল্লার নামকে সম্বল করিয়া আল্লার পথে যুদ্ধ করিতে থাকিও। যে কেহ আল্লার কুফরী করে তাহার সহিত লড়িও। যুদ্ধ করিয়া যাও কিন্তু গানীমাতের মাল গোপন করিও না; বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না; নিহত ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করিও না এবং বালক বালিকা হত্যা করিও না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুর সহিত মুলাকাত করিবে তখন তাহাকে তিনটি ব্যাপারের দিকে আহ্বান জানাইও। ঐ তিনটির যে কোনটি তাহারা কবুল করিবে তুমি তাহাই মানিয়া লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত থাকিবে।

[প্রথমতঃ], তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিও। অনন্তর তাহারা যদি তোমার আহ্বান কবুল করে তবে তুমি তাহাদের ইসলাম গ্রাহ্য করিও। তারপর [দ্বিতীয় পর্য্যায়ে] তুমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইও তাহাদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া তাহাদিগকে মুহাজিরদের বাসস্থল মদীনায় চলিয়া আসিতে। তাহারা যদি উহাতে অসম্মত হয় তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিও যে, তাহাদের সহিত অন্যান্য মফঃস্বলবাসীদের ন্যায় আচরণ করা হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা মুসলিমদের সহিত থাকিয়া জিহাদ করিবে তাহারা ছাড়া অপর কেহ যুদ্ধলব্ধ অথবা বিনা যুদ্ধে লব্ধ মাল হইতে কোন অংশ পাইবে না।

কিন্তু তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হয় তবে তুমি তাহাদের নিকটে জিযয়া কর চাহিবে। যদি তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয় তবে তুমি তাহা কবূল করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হইতে বিরত থাকিও।

কিন্তু তাহারা যদি জিয্য়া কর দিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়া যাইও।

তুমি যদি কোন দুর্গের অধিবাসীদেরে অবরোধ কর আর তাহারা যদি এই ইচ্ছা জানায় যে, তুমি তাহাদের জন্য আল্লার নিরাপত্তা ও আল্লার নবীর নিরাপত্তা দাও, তবে তাহা করিও না—বরং তুমি তোমার পক্ষ হইতে ও তোমার সঙ্গীদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দিতে পার। কারণ আল্লার নিরাপত্তা ভঙ্গ করার তুলনায় তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করা লঘুতর ব্যাপার।

আর তাহারা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, তুমি তাহাদিগকে আল্লার হুকুম সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করিতে বল, তবে তাহাও করিও না—বরং তোমার নিজ আদেশ সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করিতে বলিও। কেননা তুমি তাহাদের সম্বন্ধে আল্লার কোন হুকম পাইবে কি না তাহা তুমি মোটেই জাননা।—মুসলিম।

৪৩১। কা'ব ইবন মালিক রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ যখন কোন অভিযানের ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি এমন ভাবে কথা বলিতেন যাহাতে অভিযানের স্থানটি গোপন রহিয়া যাইত।

[যথা, তিনি অভিযানের স্থান সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া অপর কোন স্থান সম্বন্ধে তত্ত্বাদি জানিতে চাহিতেন যাহার ফলে লোকে মনে করিত যে, রসূলুল্লাহ সঃ হয়ত ঐ আলোচিত স্থানের দিকে অভিযান চালাইবেন। রসূলুল্লাহ সঃ অপর স্থানের দিকে অভিযানের কথা কখনই স্পষ্ট ভাষায় বলিতেন না।]

৪৩২। নুমান ইবন মুকাররিন রাঃ বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে দেখিয়াছি যে, তিনি যখন প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেন তখন তিনি যুদ্ধ করিতে বিলম্ব করিতেন। অবশেষে যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িত, বাতাস বহিতে লাগিত এবং সাহায্য নাযিল হইত তখন তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন।—আহমদ ও তিনটি সুনানগ্রন্থ। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। এই হাদীসের মূল অর্থ বুখারীতে আছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪৩৩। সা'ব ইব্‌ন জাস্‌সামা রাঃ বলেন, মুসলিমগণ রাত্রিকালে মুশরিকদের বাড়ী ঘর আক্রমণ করার ফলে তাহারা মুশরিকদের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে যে হত্যা করিয়া বসে, সে সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন,

هُمْ مِنْهُمْ

"তাহারা মুশরিকদের দলভুক্ত।"

[অর্থাৎ রাত্রিকালে অজ্ঞাতে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা নিহত হইলে তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না। জানিয়া বুঝিয়া মুশরিকদের স্ত্রীলোক ও-বালক বালিকাদিগকে হত্যা করা হারাম।—অনুবাদক]

৪৩৪। আয়েশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, বদর দিবসে একজন মুশরিক নবী সঃ-র অনুগামী হইতে চাহিলে নবী সঃ বলেন,

اِرْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ

"ফিরিয়া যাও ; আমি কিছুতেই মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করিব না।"

[ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে যুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। যথা হুদাইবিয়া সন্ধিতে একটি শর্ত এই ছিল, "আমাদের উভয় দলের কোনও দল যদি তৃতীয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে আমরা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব।" অধিকন্তু রসূলুল্লাহ সঃ ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলিমদেরে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "তোমরা রূম জাতির সহিত সন্ধি করিবে এবং তারপর তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।"—অনুবাদক]

৪৩৫। ইব্‌ন উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ তাঁহার কোন এক যুদ্ধ অভিযানে একজন [মুশরিক] স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় দেখেন। অনন্তর তিনি স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা হত্যা করাকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

৪৩৬। সামুরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ •

"মুশরিকদের বৃদ্ধদেরে হত্যা কর এবং তাহাদের বালক-বালিকাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও।"—আবু দাউদ। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

[কোন মুশরিক স্ত্রীলোক যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় কেবলমাত্র তবেই তাহাকে হত্যা করা সঙ্গত হইবে। সেইরূপ কোন বৃদ্ধ মুশরিক যদি যুদ্ধে পরামর্শ দান করে তবে তাহাকেও হত্যা করা সঙ্গত হইবে।—অনুবাদক]

৪৩৭। আলী রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা বদর দিবসে ব্যক্তিবিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—বুখারী। আবু দাউদ ইহাকে বিস্তারিত ভাবে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

[আবু দাউদে বর্ণিত হাদীসটি এই— উৎবা ইব্‌ন রাবী'আ অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তাহার পিছনে তাহার পুত্র ও তাহার ভাই আসিল। তারপর উৎবা ডাক দিয়া বলিল, "কে যুদ্ধ করিবে ?" তাহার ঐ আহ্বানে কয়েক জন যুবক আনসার সাড়া দিল। উৎবা বলিল,

www.ahlehadeethbd.org

"তোমরা কে ?" তাহাতে তাহারা নিজেদের পরিচয় দিল। উৎবা বলিল, "তোমাদের সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের জ্ঞাতিদিগকে চাই।" তখন নবী সঃ বলিলেন,

"হে হামযা, উঠ ; হে আলী উঠ ; হে হারিস-পুত্র উবাইদা উঠ।" অনন্তর হামযা অগ্রসর হইলেন উৎবার দিকে ; আমি চলিলাম শাইবার দিকে [এবং উবাইদা চলিলেন অলীদের দিকে]। [আমি ও হামযা নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিলাম। কিন্তু] উবায়দা ও অলীদের প্রত্যেকে অপরকে আঘাত করিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল। তখন আমরা অলীদের দিকে গিয়া তাহাকে হত্যা করিলাম এবং উবাইদাকে বহন করিয়া আনিলাম।—অনুবাদক]

৪৩৮। আবু আইয়ূব রাঃ বলেন,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَي التَّهْلُكَةِ

আয়াতটি আমাদের তথা আনসার দলের সম্বন্ধে নাযিল হয়। একজন আনসারী একাকী রুমদের সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে অপর আনসারীগণ তাহা অসঙ্গত বলিয়া মন্তব্য করিলে তাহার প্রতিবাদে এই আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন।—তিনটি সুনান গ্রন্থ। তিরমিযী, ইবন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

[আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থে আবু আইয়ুব রাঃ-র হাদীসটি যে ভাবে বর্ণিত আছে তাহা এই :—আবূ আইয়ুব রাঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার নবীকে ফতহ দেন এবং ইসলামকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন তখন আমরা আনসার দল বলিয়াছিলাম, "আমরা এখন আমাদের সম্পত্তিতে মনোযোগ দিব এবং উহা দেখা শুনায় মশগুল হইব।" তাঁহাতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, "আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতের দ্বারা নিজেদেরে ধ্বংসে নিক্ষেপ করিও না।" কাজেই আমাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে মনোযোগ দেওয়া ও উহা দেখাশুনায় মশগুল থাকা এবং আমাদের জিহাদ পরিত্যাগ করাই হইতেছে নিজেদেরে নিজ হাতে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার তাৎপর্য।—অনুবাদক]

৪৩৯। ইবনে উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বনূ নযীর [য়াহূদীদের] খেজুর বাগান জ্বালাইয়াছিলেন ও কাটাইয়াছিলেন। —বুখারী ও মুসলিম।

[সূরা আল্-হাশরে এই ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا

قَآئِمَةً عَلٰي اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ

الْفٰسِقِيْنَ ۔

"তোমরা যে সকল 'লীনা' খেজুর গাছ কাটিয়াছ অথবা যে সব 'লীনা' গাছকে তাহাদের শিকড়ের উপরে দণ্ডায়মান ছাড়িয়াছ তাহা আল্লার অনুমতিক্রমে এবং ফাসিকদিগকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে হইয়াছে।"

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের আদর্শবাদ

॥ অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ॥

সূচনা

পাকিস্তানের আদর্শবাদ বিষয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় আঠার বৎসর পর বুদ্ধিজীবী মহলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকেই আপন আপন মনোভঙ্গি অনুযায়ী পাকিস্তানের আদর্শবাদ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। কেহ কেহ ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে, কেহ কেহ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র তথা পুঁজিবাদকে, কেহ কেহ বা সমাজতান্ত্রিক ডিক্টেটরশীপকে পাকিস্তানের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার ওকালতি করিতেছেন। পাকিস্তানের আদর্শবাদ কি? এর জবাব মাত্র একটিই এবং তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। আজ এমনি একটা সহজ ব্যাপারেও কুয়াশার জাল বিস্তার করা হইয়াছে। কিন্তু জন্মগত অধিকার হইতে কাহাকেও যেমন বঞ্চনা করা চলে না, পাকিস্তানের আদর্শবাদ বিষয়েও তেমনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা অসম্ভব। কেননা ইহা একটি ইতিহাসের গতিধারার অনিবার্য পরিণতি।

ইতিহাসের আলোকে

ইতিহাসের অনির্বাণ শিখা হইতে আমি পাকিস্তানের আদর্শবাদটিকে চিনিয়া লইতে চাই। ইতিহাস আমাদেরকে একথাই শিক্ষা দেয় যে, পাকিস্তান পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ধর্মীয় ভাবানুভূতি, তমদ্দুনিক চৈতন্য, মননগত বৈশিষ্ট্য এবং ভাবগত প্রকৃতির একটা সামগ্রিক রূপ। মুসলিম জাতির ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন একটি মাত্র রাষ্ট্রসংস্থার মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই রাষ্ট্রসংস্থার নাম পাকিস্তান।

পাক-ভারতের মুসলিম জাতির আজাদীর লক্ষ্যবস্তু ছিল খিলাফতে রাশেদার আদর্শে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই উপমহাদেশের তথাকথিত ওয়াহ্হাবী আন্দোলন

...যুদ্ধের ময়দান পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে এবং আল্লার হুকম মতে বানু নাযীর য়াহুদীদের অন্তরে যাতনা দিবার জন্য তাহাদের চোখের সামনে তাহাদের অতি যত্নের অতি সাধের খেজুর বাগানগুলির কোনটি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল এবং কোনটি কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। সকল বাগান ভস্মীভূত বা কাটা হয় নাই।—অনুবাদক]

৪৪০। উবাদা ইবনু সামিত রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ •

"যুদ্ধে যে মাল পাও তাহা হইতে কিছু গোপন করিয়া লইওনা। কেননা, ঐরূপ খিয়ানত খিয়ানতকারীর পক্ষে দুন্য়াতে লজ্জার ও আখিরাতে জাহান্নামের কারণ হয়।—আহমদ ও নাসাঈ। ইবনু হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তথা মোহাম্মদী জিহাদ আন্দোলন ও সসস্ত্র সিপাহী বিপ্লবের মধ্য দিয়া মুসলিম জাতি এই লক্ষ্যবস্তুটিই হাসিল করিতে চাহিয়াছে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুসলিম জাতি নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথে জাতীয় পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করে। এই পুনর্গঠন কালকে মুসলিম রেনেঁসার যুগ বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থকরণ, মুসলিম শিক্ষার পুনর্গঠন, ইসলামী ইতিহাস ও তমদ্দুনের নূতন পাঠ গ্রহণ, ধর্মীয় চিন্তার পুনর্জাগরণ ও মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র-বোধ, মুসলিম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি—এসবই মুসলিম রেনেঁসা পর্বের ফসল। এই পর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম জাতিকে নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমদ খান, আমীর আলী, নওয়াব সলীমুল্লাহ ও ইকবাল।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে অখণ্ড ভারতীয় জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার সাংস্কৃতিক পটভূমি ছিল রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কারকদের ধর্মীয় আন্দোলন। আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রার্থনা সমাজ, ব্রহ্মজ্ঞান সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সূচনা হয় তাহাই যে নয়া অখণ্ড ভারতীয় রাজনীতির জন্মদাতা তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 'দি ম্যাকিঙ অব ইণ্ডিয়ার' লেখক এস, আর শর্মা যথার্থই বলিয়াছেন, "মারাঠা, শিখ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক শক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠা যে বিরাট ধর্মীয় আন্দোলনকে অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা রহিয়াছে। তাই আধুনিক 'স্বরাজ' আন্দোলনও যে একটি প্রবল ধর্মীয় পুনরুত্থান (Revival) আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় তাহাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই।" (৫৭১ পৃষ্ঠা)।

জনাব শর্মার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমি বলিতে চাই, হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন যতই হিন্দু রাজনীতিকে সক্রিয় ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে, তথাকথিত ওয়াহাবী বা মোহাম্মদী জিহাদ আন্দোলনের প্রভাবও ততই মুসলিম সমাজে কার্যকরী হইতে থাকে। এমনি ভাবে হিন্দু সমাজ হিন্দুত্ব বাদের ভিত্তিতে এবং মুসলিম সমাজ ইসলামী দর্শন ও তমদ্দুনের ভিত্তিতে, সংগঠিত হইতে থাকে। কাজেই মুসলিম রাজনীতিক সংগঠন—নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এই সঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, পাক ভারতের দ্বিজাতিত্ব কায়েদে আজমের 'নিজস্ব আবিষ্কার' নয়—হিন্দু ধর্ম-জাগরণ ও মুসলিম রেনেঁসা আন্দোলনের মধ্যেই ইহার মূল নিহিত ছিল।

ইতিহাস মরিয়া যায় নাই। ইতিহাসের জীবন প্রবাহ আজও অব্যাহত। এই জীবন-প্রবাহ হইতে আমাদিগকে পাকিস্তানের আদর্শ-বাদ চিনিয়া লইতে হইবে; দেখিতে পাইব সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চৈতন্য নয়—মুসলিম জাতির জীবন বাদ—মহান ইসলামের আদর্শ-বাদই পাকিস্তানের আদর্শবাদরূপে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।

পাকিস্তান সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের ব্যাখ্যার আলোকে ঃ

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল পাক-ভারতের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতীক, আজ হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পঁচিশ বৎসর আগে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়া কায়েদে আজম মুসলিম জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী করা হয়। বৃটিশ এবং হিন্দু শক্তি সম্মিলিত ভাবে লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা না করিলে হয়তো আমরা পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান এলাকায় দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রই পাইতাম। কিন্তু বৃটিশ কারসাজি এবং কংগ্রেস ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় মুসলিম জাতি একটি 'পাকিস্তান' ফেডারেশন গঠন করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভৌগোলিক জাতীয়তা নয়—আদর্শগত জাতীয়তা পাকিস্তানের ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৯৪৩ সনের ৩০ শে সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে বাণী দিতে গিয়া কায়েদে আজম বলেন :

We are a nation of 100 millions of People inhabiting this great Sub continent and we have a great history and past behind us. Let us prove worthy of it and bring about true renaissance of Islam and revive its glory and splendour.

Therefore, with our motto unity, discipline and faith, let us all resolve on this great day and re-affirm once more our solemn declaration that Muslim India will not rest content till we have achieved our Cherished goal of Pakistan.

"আমরা দশ কোটি লোকের সমবায়ে গঠিত একটি জাতি এই উপমহাদেশে বসবাস করিতেছি এবং আমাদের এক মহান ইতিহাস এবং গৌরবময় অতীত রহিয়াছে। আসুন, আমরা নিজেদিগকে উহার যোগ্য প্রমাণিত করি এবং ইসলামের সত্যিকার পুনর্জাগরণ আনয়ন করি এবং উহার পূর্ব গৌরব ও গরিমা পুনর্জীবিত করি।

সুতরাং আমাদের ব্রত—ঐক্য, শৃংখলা এবং ঈমান সহ আসুন! আমরা আজিকার এই মহান দিবসে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করি এবং আর একবার আমাদের এই পবিত্র ঘোষণা নিনাদিত করি যে, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ—আমরা যে পর্যন্ত আমাদের অভীপ্সিত লক্ষ্যস্থল পাকিস্তান অর্জন না করিব সে পর্যন্ত আমরা কিছুতেই থামিবনা।"

পূর্ণ ইসলামিক রেনেসাঁ হাসিল করিবার লক্ষ্য বস্তু সামনে রাখিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যে আহ্বান কায়েদে আজম জানাইয়াছিলেন তাহার প্রতিধ্বনি আমরা পাকিস্তান সংগ্রামের অগণিত বীর সেনানীদের বক্তৃতা ও রচনাবলীর মধ্যে পাই। দেশের নেতৃবৃন্দ, আলেম সমাজ, ছাত্র ও যুবশক্তি এই আদর্শের বাণী জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেন। মুসলিম জনসাধারণ

www.ahlehadeethbd.org

১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় পরিষদ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের মোট ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৪৬টি আসন মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থিদের নির্বাচিত করিয়া পাকিস্তান দাবীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রমাণ দেন।

পাকিস্তান হাসিলের পর পাকিস্তানের সংগঠকবৃন্দ পাকিস্তান আদর্শবাদকে সামাজিক ও অর্থনীতিক কর্ম্মসূচী হিসাবে উপস্থিত করিতে থাকেন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪৯ সালে লাহোরের এক জনসমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন :

For us there is only one ism, Islamic socialism, which in a nut-shell means that every Person in this land has equal rights to be provided with food, shelter, clothing, educational and medical facilities. Countries which cannot ensure these for their People can never progress. The economic programme drawn up since 1350 years back is still the best for us.........In adopting any reform, the whole matter will be carefully considered in the light of the shariat, and before adopting the reform, all possible care will be taken to ensure that it is not in any way against any of these sacred laws.

"আমাদের জন্য কেবল মাত্র একটা ইজম্ই রহিয়াছে, তাহা হইতেছে ইসলামিক সোস্যালিজম্ বা ইসলামী সমাজবাদ। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, এই দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুবিধাদি পাওয়ার অধিকার আছে। যে সব দেশ উহার অধিবাসিবর্গের জন্য এই সমস্ত অধিকার প্রদানে অসমর্থ সে সব দেশ কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্বে যে প্রোগ্রাম (রসূলুল্লাহ সঃ কর্তৃক) গৃহীত হইয়াছিল তাহা আজও আমাদে জন্য সর্বোত্তম.........কোন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সর্ব বিষয় শরীয়তের আলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা করা হইবে। প্রস্তাবিত সংস্কার কোন দিক দিয়াই পবিত্র বিধানসমূহের বিরুদ্ধ নয়, উহা সুনিশ্চিত করার জন্য সংস্কার গ্রহণের পূর্বে যথাসম্ভব যত্ন লওয়া হইবে।"

মরহুম লিয়াকত আলী এখানে ইসলামী সমাজতন্ত্র বলিতে ইসলামের অর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আসলে ইসলামী সমাজতন্ত্র বলিতে কোন মতবাদ নেই!

—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য :

www.ahlehadeethbd.org

দীনে ভেজাল

॥ শাইখ আবদুর রহীম ॥

ভেজাল আজকাল সারাদেশ জুড়িয়া নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দুধে ভেজাল, দৈয়ে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, চিনিতে ভেজাল, আটাতে ভেজাল—এক কথায় সকল প্রকার খাদ্যেই কোন না কোন রকমের ভেজাল রহিয়াছে। এই ভেজাল দেখিয়া আমাদের কোন কোন শ্রেণীর লোক ভেজালের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে, বিরক্তি দেখায় এবং নিজেদের সাধুতা প্রমাণে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেকে কিছু না কিছু ভেজাল চালাইয়া যাইতেছে—তার সে ভেজাল কমই হউক আর বেশীই হোক।

ভেজালের আদি ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব সমাজের আদিকাল হইতে এই রোগটি তাহাদের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আদম সন্তানদের দিয়া যখন সমাজ গঠনের সূচনা হয় তখনই এই রোগ সমাজ দেহে উপ্ত হইয়াছিল। প্রমাণ স্বরূপ কাবিল ও হাবিলের ব্যাপারটি পেশ করা যাইতে পারে। কোন এক বিষয়ে কাবিল ও হাবিলের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে পিতা হযরত আদম আঃ তাহাদিগকে ন্যায় অন্যায় সমাধানের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবানী দিতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, যাহার কোরবানী কবুল হইবে বুঝিতে হইবে যে, সে ঠিকপথে রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হাবিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যটি কোরবানীর জন্য পেশ করে। কিন্তু কাবিলের মনে ভেজাল বৃত্তি মাথা চাড়া দেয়, তাই কাবিল তার নিকৃষ্টতম দ্রব্যটি কোরবানীর জন্য পেশ করে। ফলে হাবিলের কোরবানী কবুল হইল কিন্তু কাবিলের কোরবানী কবুল হইলনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ٠

"অনন্তর তাহাদের একজনের কোরবানী কবুল হইল আর অপর জনের কোরবানী কবুল হইলনা।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোরবানীতেও ভেজাল হইয়া থাকে। কোরবানীর এক প্রকার ভেজালের কথা বলা হইল। উহার আর এক প্রকার ভেজাল হইতেছে—"রিয়া কারী" বা লোক দেখান উদ্দেশ্য হওয়া। কাজেই দেখা যায় শুধু জিনিষ-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারের মধ্যেই ভেজাল সীমাবদ্ধ নয়, বরং ধর্মকর্মেও ভেজাল ঢুকিয়া থাকে। শুধু তাই নয়, সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারে ভেজাল হইতে পারে। যথা, আমি একজন শিক্ষক। ছাত্রদেরে যথাসাধ্য শিক্ষাদান আমার কর্তব্য। তাহার জন্য আমার প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমি যদি প্রস্তুত হইয়া না আসি এবং সবক দিতে গিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘণ্টা কাটাই তাহা হইলে উহা আমার শিক্ষকতায় ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে। এই ভাবে প্রত্যেক পেশাদার, প্রত্যেক মজুর, প্রত্যেক শিল্পী, প্রত্যেক কর্মচারী এবং কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে যাবতীয় অফিসার নিজ নিজ কর্ম যথাযথ ভাবে সম্পাদন না করিলে তাহাদের প্রত্যেকে ভেজাল অপরাধে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

দুঃখের বিষয় আজকাল সকল স্তরেই ভেজাল মিশান প্রবৃত্তি জোর ধরিয়াছে।

ওয়ায নসীহত করিতে গিয়াও আমরা নানারূপ ভেজাল মিশাইয়া থাকি। যথা ওয়ায নসীহতের মধ্যে আজগুবী কেচ্ছা কাহিনীর অবতারণা করিয়া ওয়াযকে সরস করিবার চেষ্টা করি। কখন মসনভী

www.ahlehadeethbd.org

প্রভৃতির যশ গাহিয়া, কখন গলা কাঁপাইয়া এবং কখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাই। আবার সভার উদ্যোক্তাগণও এই প্রকার বক্তার খোঁজে তৎপর থাকেন। মানুষ যেমন ভেজাল ঘি, ভেজাল তেল খাইতে খাইতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহারা খাঁটি ঘি ও খাঁটি তেলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না এবং উহাকে অ খাঁটি বলিয়া বিদায় দেয়, তেমনি ঠিক মুসলিম সমাজ ভেজাল ওয়ায শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহারা নির্ভেজাল খাঁটি ওয়ায শুনিতে বিরক্তি বোধ করে এবং ভেজাল ওয়াযের জন্যে উৎকট উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

এখন ধর্ম কর্ম সম্পর্কে কয়েকটি ভেজালের কথা বলিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون •

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানের সহিত যুলুমের সংমিশ্রন ঘটায় নাই, তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে নিরাপত্তা এবং তাহারাই সঠিক পথে অবস্থিত।"

আল্লাহ তা'আলার এই কালামে ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই প্রথমে ঈমান এবং যুলুমের ব্যাখ্যা করিয়া পরে ঈমানের সাথে যুলুম ভেজাল মিশান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে, তাঁহার ফেরেশ্‌তা, তাঁহার নবী রসুল ও তাঁহার কেতাব সম্পর্কে এবং আখেরাত, নাশর হাশর, আমলনামা, বিচার ও জান্নাত জাহান্নাম সম্বন্ধে কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাবে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সত্যতায় ও বাস্তবতায় বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।

এখন যুলুমের কথা বলি। কাহাকেও তাহার প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিত রাখা অথবা কাহারও হক অপহরণ করাকে যুলুম বলা হয়।

কাজেই ঈমানে যুলুম মিশ্রিত করার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই—ঈমানের বিষয়বস্তুগুলির কোন একটি বিষয়ের বাস্তবতা ও সত্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস করা অথবা সে সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াই হইতেছে ঈমানে যুলুমের ভেজাল মিশান।

একটু বিশদভাবে বলি, আল্লাহ তা'আলা এক—এই সত্যকে অবিশ্বাস করিয়া কেহ যদি আল্লার সঙ্গে অপর কাহাকেও শরীক করে তাহা হইলে ঐ শির্‌ক এক মহা যুলমে পরিণত হয়। শির্‌ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সহজসাধ্য নয়। তাই এই সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

মুশরিকদের সম্বন্ধে কোরান মজিদে বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ ছাড়া দেব দেবীদেরও ইবাদৎ করিত। তাহারা বলিত:

ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى

"দেব দেবীগণ আমাদিগকে যাহাতে আল্লার নৈকট্য লাভে সক্ষম করায় এই উদ্দেশ্যে আমরা তাহাদের ইবাদত করিয়া থাকি।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুশরিকেরা দেব-দেবীর ইবাদৎকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিত। তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ আর দেব দেবীর ইবাদৎ ছিল তাহার ওসীলা মাত্র।

দেব-দেবীর ইবাদৎ করাকে এই আয়াতে শির্‌ক বলা হইয়াছে। আল্লাহ ছাড়া অপর কাহাকেও ইবাদৎ করাই হইতেছে শির্‌ক। পয়গম্বর, ওলী-দরবেশ প্রভৃতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রশংসা এবং তাহাদিগকে ভক্তি দেখান ইসলামে প্রশংসিত হইয়াছে—যে পর্যন্ত ঐ শ্রদ্ধা ইবাদতের পর্যায়ে না পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আল্লার ইবাদৎ করিতে গিয়া যদি লোক দেখান উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ইবাদতে ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার ফলে ঐ ইবাদৎ ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

"যে কেহ আল্লার মুলাকাত আশা করে সে যেন সৎকাজ করিতে থাকে এবং নিজ রব্বের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।"

তৃতীয়তঃ, আল্লার হুকুমের বিরুদ্ধে অপর কাহারও হুকম মান্য করা হইতেছে ঈমানে আর একটি ভেজাল। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যেন আল্লার আদেশ ছাড়িয়া দিয়া অপর কাহারও আদেশ মান্য না করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

অর্থাৎ তোমরা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর "আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমাদের একে অপরকে রব্ব বলিয়া গ্রহণ করিবনা।"

এই গেল মোটামুটি আল্লাহ তা'আলার ঈমানে যুল্মের ভেজালের স্বরূপ।

নবী রসূলের প্রতি ঈমানে ভেজালের স্বরূপ এই—রসূলের হুকুমের বিরুদ্ধে অপর কাহারও হুকুম মান্য করা। যে যতই বড় আলেম বা ইমাম হউন না কেন, তাহার আদেশ যদি সহীহ হাদীসের ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে হাদীস মত আমল করিতে হইবে, ঐ আলেম বা ইমামের কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। রসূলের প্রতি ঈমানের দ্বিতীয় ভেজাল হইতেছে রসূলকে যে ভাবে শ্রদ্ধা দেখান হয় ঠিক সেইভাবে অপর কাহাকেও শ্রদ্ধা দেখান।

এই ভাবে আল্লার কেতাবের কথা যেভাবে মান্য করা হয় অপর কোন কেতাবের কথা সেই ভাবে মান্য বলিয়া গ্রহণ করা আল্লার কিতাবের প্রতি ঈমানে ভেজাল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অনুরূপ ভাবে আখিরাতের বিষয়গুলির মধ্যে ভেজাল প্রবেশ করিতে পারে। অতএব আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন ঈমানের বিষয় বস্তুগুলির কোনটিতেও কোন প্রকার যুল্ম প্রবেশ করিতে না পারে। এবং কোন যুল্ম প্রবেশ করিয়া বসিলে উহা অবহিত হওয়া মাত্র তওবা করিতে হইবে।

ঈমানে ভেজালের কথা মোটামুটি বলা হইল। এখন আমলে ভেজালের কথা বলি। এ সম্পর্কে সাধারণ মুমিনদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তাহারা নেক আমলের সাথে খারাপ আমল মিশ্রিত করে।"

'আমলে ভেজাল' এর একটি স্বরূপ এই আয়াতে বলা হইল, আমলে ভেজালের আরও একটি রূপ এই—কেহ মানুষের সামনে ভালভাবে কাজ করে কিন্তু নির্জনে ভালভাবে কাজ করেনা। ভেজাল শূন্য আমলের পরিচয় এই যে, মানুষের সামনে যে ভাবে আমল করা যায় নির্জনে সেইভাবে আমল করিতে অথবা তদপেক্ষা ভালভাবে আমল করিতে আনন্দ পাওয়া। যে মুসলিম গোপনে যেরূপ সুন্দর ভাবে ইবাদৎ করে সেই রূপ সুন্দর ভাবে সে যদি লোকের সামনেও ইবাদৎ করে তাহা হইলে তাহাকে রিয়াকারী হইতে মুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। ফল কথা অন্তর ও বাহির একরূপ রাখাই হইতেছে ঈমান ও আমলে ভেজাল শূন্যতার প্রমাণ।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য-কর্ম

॥ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাকিস্তানের শাসন সংবিধান

এই পুস্তকের নামকরণ সম্পর্কে গ্রন্থকার মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী যে কৈফিয়ত প্রদান করিয়াছেন, সর্বপ্রথম সম্ভাবিত ভ্রান্ত ধারণা নিসরনের জন্য তাহাই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছেন, :—

"পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" দ্বারা আমরা ইহা বুঝাইতে চাইনা যে, পাকিস্তানে এই সংবিধান বলবৎ হইয়াছে বা অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, গ্রন্থকারের বিবেচনায় যে প্রতিশ্রুতি দ্বারা পাকিস্তান অর্জিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে হইলে.....(এই গ্রন্থে) আলোচিত এবং নির্দেশিত শাসন পদ্ধতি পাকিস্তানে প্রবর্তিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার এ আশা অবশ্যই পোষণ করে যে, আজি হউক কালি হউক ইসলামী নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে পাকিস্তানের চেতনা উদ্রিক্ত করিতে পারিলে ইসলামী শাসন সংবিধান প্রবর্তন করার পথে যে সকল অন্তরায় পরিদৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই বিলীন হইয়া যাইবে।"

এই গ্রন্থের গবেষণা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি প্রথমে "তর্জুমানুল হাদীস" মাসিকের ২য় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা হইতে ১১শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ কপি করিয়া অতিরিক্ত কাগজ ছাপান হয় এবং রচনা ও ছাপা শেষ হওয়ার পর তাহাই একত্রে বাঁধিয়া পুস্তকের আকারে প্রকাশ করিয়া উহার কতক গণ-পরিষদের বিশিষ্ট বাঙ্গালী সদস্য, মন্ত্রী এবং সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদগণের নিকট বিনা মূল্যে পেশ করা হয়, অবশিষ্টগুলি বিক্রয় হয়।

তর্জুমান সাইজে গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় উপক্রমণিকা সহ ১২২ পৃষ্ঠা। সাধারণ পুস্তকাকারে ছাপিলে উহা আড়াই শত পৃষ্ঠার একখানা নাতি-দীর্ঘ গ্রন্থ হইত।

উৎসর্গ পৃষ্ঠায় যে মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এ গ্রন্থকে সংযোজিত করা হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধে উহাতে যে মন্তব্য করা হয় তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উহাতে লেখা হয়ঃ

"যাঁর নিষ্কাশিত তরবারী, ক্ষুরধার লেখনী এবং গরীয়স জীবন উনবিংশ শতকের সূচিভেদ্য অন্ধকারে ভারত উপমহাদেশে জাগরণের কনক উষা উদিত করিয়াছিল, যিনি বিশ্বাস, মতবাদ, রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মজগতে যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যিনি হিন্দ ভূমিতে পুনরায় "খিলাফতে রাশেদা" প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া জিহাদ ফি সবীলিল্লাহর মুক্ত সমরাংগণে মস্তক দান করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন, সেই অগ্নি পুরুষ, মুজদ্দিদে ইসলাম, ইমামে হুদা হযরত আল্লামা গাযী মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি গ্রন্থকারের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সহিত পাকিস্তানের শাসন সংবিধান সংযুক্ত করা হইল।"

এই গ্রন্থ ৩রা নভেম্বর, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। মূল্য রাখা হয় মাত্র দুই টাকা চারি আনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিশ্রুতি দান করিয়া মুসলমানগণ পাকিস্তান লাভ করিয়াছেন, তাহাকে বাস্তবতার রূপ ও বর্ণ প্রদান করিতে হইলে 'ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আবশ্যক। ..... ইসলামী রাজ্য শাসন বিধান সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চান, ইসলামী শাসন তন্ত্রের' 'সূত্র এবং 'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান' তাহাদের পক্ষে উপকারী হইবে, এ আশা আমার আছে। যাহারা ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শ ও উহার রূপ রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, তাহাদের চৈতন্য সঞ্চার করাও এই প্রবন্ধের (গ্রন্থের) অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহা পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য মণ্ডলীর সদিচ্ছারও সহায়ক হইতে পারে, এ রূপ ধারণা করা গ্রন্থকারের পক্ষে ইন্‌শা আল্লাহ ধৃষ্টতা হইবে না।"

এই গ্রন্থের গোড়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট, পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, ইসলামী রাষ্ট্রের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং বুনিয়াদী চার্টারের পরিচয় দিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "যে রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও উহার জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণীয় বলিয়া স্বীকার করিবে না, তাহা ইসলামী রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হইবে না।" দ্বিতীয়তঃ "যে সকল আদর্শ এবং বিধান ইসলামী নীতি (অসূল) ও রুচির (যওক) পরিপন্থী, ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে সেগুলির স্থান নাই এবং অনৈসলামিক বিধান প্রবর্তিত করার চেষ্টা আল্লাহর ক্রোধ এবং অভিসম্পাতের কারণ।"

গ্রন্থকার কুরআনের আয়াত উধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইসলামী শাসন সংবিধানের প্রধান উপকরণ ৩টি। প্রথম—আল্লার গ্রন্থ আল কুরআন, দ্বিতীয়, নবীর সুন্নত, তৃতীয়, মুসলমানগণের পরামর্শ। তিনি স্পষ্ট দলীলের সাহায্যে দেখাইয়াছেন, ইসলামী শাসন সংবিধানের মূল সূত্রগুলি সমস্তই কুরআনে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং উহার সমস্তই আল্লার নিকট হইতে অবতীর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ, সংশোধন-অতীত ও পরম সত্য। কুরআনের প্রতিকূল শাসন সংবিধান শয়তানী এবং উহার ভ্রান্তি সুদূর প্রসারী। আল্লার অবতীর্ণ বিধান অনুসারে যাহারা রাষ্ট্র শাসন করে না তাহারা কাফের, তাহারা অত্যাচারী, তাহারা ফাসেক। যে হুকুমতে কুরআনের বিরুদ্ধ বিধান দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়, তাহাকে হুকুমতে কাফেরা, যালিমা, ও ফাসিকা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে না। এইরূপ রাষ্ট্রকে কুরআন জাহেলী হুকুমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, কুরআনী বিধান বলিতে কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লার নির্দেশকেও বুঝিতে হইবে। কারণ কুরআনেই রসূলুল্লার বিধিনিষেধ প্রতিপালন করা ফরয বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রামাণ স্বরূপ আন নিসার ৬৫, ৮০ ও ১০৫ ও আল হশরের ৬ আয়াত উধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কুরআনের ন্যায় রসূলুল্লার (দঃ) হাদীসও ইসলামী শাসন সংবিধানের অন্যতম উপকরণ। তিনি দ্ব র্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "রসূলুল্লার দঃ) শাসন কর্তৃত্বের অধিকার যে রাষ্ট্র স্বীকার করিবে না, তাহা কোন দিন ইসলামী রাষ্ট্র পদবাচ্য হইবে না।" তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, "রসূলুল্লার (দঃ) নির্দেশ বলিতে তাঁহার উক্তি, আচরণ এবং প্রকাশ্য বা মৌন অনুমতির সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে। এগুলি প্রকৃত পক্ষে কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।" বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের হাওলায় রসূলুল্লার (দঃ) এক স্পষ্ট উক্তি তাঁহার দাবীর পোষকতায় উধৃত করিয়াছেন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা অবহিত হও! আমাকে কুরআন দেওয়া হইয়াছে এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহার সঙ্গে কুরআনের অনুরূপ বস্তু প্রদান করা হইয়াছে। অবহিত হও! এক দল পেটুক তাহাদের চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিবে, তোমাদের জন্য কুরআনের অনুসরণই যথেষ্ট! কুরআনে যাহা হালাল করা হইয়াছে, শুধু তাহাই হালাল জানিবে আর কুরআনে যাহা হারাম করা হইয়াছে, শুধু তাহাই হারাম বুঝিবে। তোমরা অবহিত হও! রসূলুল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা আল্লার হারাম করার মতই।"

হাদীসের আনুগত্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ইসলামের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে ইমাম ইবনে তায়মিয়া, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু, ইমাম ইবনে হযম, ইমাম আবু বকর জাসসাস, আল্লামা ইবনে বদরান প্রভৃতির অভিমত উধৃত হইয়াছে।

অতঃপর লেখক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম, রসূলুল্লার জীবন ব্যাপী সমুদয় উক্তি, আচরণ এবং সম্মতি ইসলামী বিধান বলিয়া গণ্য হইবে কিনা। দ্বিতীয়, অবস্থা ও প্রয়োজন ভেদে কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশ পরিবর্তিত হইতে পারে কিনা?

প্রশ্ন দুইটি জটিল এবং দুই বিপরীত মুখী উগ্রপন্থীদের বিভ্রান্তি ও পদস্খলনের কারণ বিধায় মওলানা মরহুম অত্যন্ত সতর্কতা, সূক্ষ্ম ও দূর প্রসারী পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিটি লইয়া দীর্ঘ এবং চিন্তাগর্ভ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহাদের পক্ষ হইতে যে সব সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয় অথবা অদূরদর্শিতা এবং সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হয় তাহার প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ এবং দলীল-নির্ভর উত্তর দানের পর গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"ইহা অনস্বীকার্য যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মানুষের মত ও আচরণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য আগমন করেন নাই। ইসলামী মতবাদ বা আকীদাকে মানুষের মানসলোকে বদ্ধমূল ও উহার বিধানকে আচরণ ও অনুষ্ঠানরূপে সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তোলাই রিসালতের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কৃষি ও শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য শিখাইতে আসেন নাই। ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও নীতির প্রতিকূল ও অনুকূল যাহা, তিনি কেবল সেই গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের যে সকল বিষয়ের সহিত ইসলামী আদর্শ ও নীতির কোন সংযোগ বা বিরোধ নাই সে সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি উচ্চ বাচ্য করেন নাই আর দৈবাৎ কিছু বলিয়া থাকিলেও পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের পার্থিব বিষয় তোমরাই ভাল জান!

রসূলুল্লার (দঃ) নবুওত বিভাজ্য ছিল না। তিনি সকল সময়ের জন্যই নবী ছিলেন, জীবনের সকল স্তরে ও প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার নবুওতের স্বীকৃতি অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও তমদ্দুনী জীবনে তাঁহার নবুওতের প্রভাব অস্বীকার করার অন্য অর্থ হইতেছে তাঁহার রিসালতকে বিভাজ্য মনে করা, তাঁহাকে মসজিদে নবী মান্য করা, কিন্তু গণপরিষদে, ব্যবস্থাপক সভায়, পার্লামেন্ট ও বিচারালয়ে তাঁহার নবুওত অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতি লইয়া কোন ব্যক্তির মুসলিম থাকিবার দাবী টিকিতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থিব বিষয় গুলি শরীঅতের বহির্ভূত নয়। আদেশ নিষেধ, সম্মতি ও স্বাধীনতা এই চারিটি বিষয়ের সমবায়ে ইসলামী বিধান গঠিত হইয়াছে। মত, রুচি ও আচরণ সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে আদেশ ও নিষেধের বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করা এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নির্ধারিত বিধান অনুসারে যে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে পরিচালিত করা অভিপ্রেত ছিল না, সে সকল বিষয়ে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।"

... ...

— "ফলকথা রাষ্ট্র, তমদ্দুন, অর্থনীতি ও ব্যবহারিক জীবনের যে সকল বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ রহিয়াছে সেগুলি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। এবং যে সকল বিষয়ে কোন আদেশ বা নিষেধ বিদ্যমান নাই, সেগুলি বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা রহিয়াছে। তাহারা যেরূপ সঙ্গত মনে করিবে, সেই ভাবে কার্যকরী করার অধিকারী হইবে।"

দ্বিতীয়তঃ অবস্থাভেদে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের সাময়িক বিরতি ও সংবৃত করার প্রশ্নে শরীঅতের নীতি এবং কতিপয় নযীর উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই: প্রথম, গুরুতর সংকটকালে, যেমন প্রাণহানির আশংকা ঘটিলে প্রাণ রক্ষা কল্পে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ কার্যেরও সাময়িকভাবে (সিদ্ধতার) অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, সাময়িক ভাবে অনুমতি লাভ করা সত্ত্বেও যাহা প্রকৃত হারাম তাহা হালাল হইয়া যাইবে না। তৃতীয়, শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বা খোশ খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া হারামকে হালাল করার সাময়িক ও সীমাবদ্ধ অনুমতি দেওয়া চলিবে না।

"কুরআন ও হাদীসের ব্যাপক আদেশকে নির্দিষ্ট অথবা সাময়িক ভাবে সংবৃত করার ইংগীত শরীঅতের মূলনীতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ইসলামী শাসন সংবিধানের তৃতীয় উপকরণ শূরা বা কাউন্সিল। এই বিষয়ে লেখক কুরআন ও হাদীসের ১২টি নির্দেশ উধৃত করিয়া উহাদের ব্যাখ্যা ও প্রতিপাদিত বিষয়ের আলোচনা এবং এতৎসম্পর্কে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের অভিমত উধৃত করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই যে, শুধু কুরআন ও সুন্নার বহির্ভূত বিষয়ে শূরার ব্যবস্থা প্রযোজ্য; আকায়িদ, ইবাদত এবং হালাল হারাম সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি শূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিভিন্ন কারণে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রণা রীতির বাঁধাধরা বিস্তৃত সংবিধান জাতির হস্তে প্রদান করেন নাই।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত মন্ত্রণার রীতির উপর বিস্তারিত আলোকপাতের এবং উহা দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়সমূহের দ্বাদশটি নযীর পরীক্ষার পর গ্রন্থকার বলেন,

"ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রিক সর্ববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারেই পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে যে, সৈনিকের বেতন, সেক্রেটারিয়েটের শৃংখলা, আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের নিয়োগ, বিজাতীয়দিগকে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান, বাণিজ্য শুল্কের নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরামর্শ সভায় বসিয়া সুদীর্ঘ তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইয়াছিল।"

উপরোক্ত তিনটি প্রধান উপকরণ ছাড়া ইসলামী সংবিধানের আরও চারিটি উপকরণের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখিত এবং আলোচিত হইয়াছে। সেইগুলি এই:

(১) জাতির সম্মিলিত সমর্থন—ইজমা।

(২) মুজতাহিদগণের কিয়াস ও ইজতিহাদ।

(৩) খুলাফায়ে রাশেদীনের মীমাংসা।

(৪) প্রচলিত রীতি—'উরফ।

কিন্তু এই চারিটি উপকরণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নয়, উহা কুরআন ও সুন্নার অধীনস্থ এবং উহার প্রয়োগ শূরার অনুমতি-সাপেক্ষ।

প্রসঙ্গক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান নাগরিকদের পরামর্শাধিকার, মতানৈক্যের মীমাংসা পদ্ধতি, রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের যোগ্যতার মান ও দায়িত্ব,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি, পরামর্শ দাতাদের যোগ্যতার মান, সর্বাধিনায়কের অপসারণ, এককেন্দ্রিক বনাম যুক্ত রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি, সামাজিক সাম্য, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এই গ্রন্থে প্রচুর আলোক পাত করা হইয়াছে।

৯ খানা তফসীর, ১৫ খানা হাদীস গ্রন্থ, ৮ খানা হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ, ১০ খানা ফিকহুল হাদীস, বিভিন্ন মযহবের ১৭ খানা ফিকহ গ্রন্থ, ৮ খানা অসুলে ফিকহ, ৪ খানা আকায়িদ ও কালাম সংক্রান্ত গ্রন্থ, ১৩ খানা ইতিহাস ও জীবন চরিত, ১২ খানা রাষ্ট্র দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ এবং ৩ খানা অন্যান্য গ্রন্থ—মোট ৯৭ খানা প্রামাণ্য মৌল গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই মহামূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে ইহার তুল্য কোন গ্রন্থ যে আজ পর্যন্ত বিরচিত হয় নাই তাহা নির্দ্বিধায় এবং প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়াই বলা যাইতে পারে। এই মূল্যবান গ্রন্থটি বহু পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে।

ঈদে কুরবান

১৯৫২ সালের ২১শে আগষ্ট ১ম সংস্করণ ঈদে কুরবান মাত্র ১০ পৃষ্ঠায় ২ হাজার কপি ছাপান হয় এবং পাবনা হইতে প্রকাশিত হয়। ২০শে জুলাই, ১৯৫৫ তারীখে পুনঃ বর্ধিত আকারে (২৮ পৃষ্ঠা) পাবনা হইতেই উহা (১ হাজার কপি) প্রকাশিত হয়, অতঃপর মওলানা মরহুমের ইন্তিকালের পর এই লেখকের সম্পাদনায় ৪৮ পৃষ্ঠায়—আরো বর্ধিত আকারে উহার তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২ সালের এপ্রিল (২০০০ কপি) মাসে প্রকাশিত হয়।

ইহাতে দুইটি ভাষণ এবং ঈদুল আযহা ও কুরবানী সম্বন্ধে ৩০টি জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম ভাষণে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জীবন ব্যাপী সাধনা এবং ইসমাঈলের আত্মত্যাগের চিত্র অসন্ত ভাষায় ফুটাইয়া তোলার পর গ্রন্থকার স্বীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন:

"সোওয়া পাঁচ হাজার বৎসর আগে আল্লার কাছে আত্মনিবেদনের উদ্বেলিত উচ্ছাস ১০ই যিল-হজ্জের পুণ্য প্রভাতে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলায়-হিমাস সালামের স্বতন্ত্র সত্তা একেবারেই বিলীন করে দিয়েছিল। পরম প্রভুর পবিত্র সত্তার মধ্যে নিজেদের সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া ইব্রাহীমী নির্বাণের তাৎপর্য নয়। আশা, আকাঙ্খা, স্নেহ প্রীতি ভয় ও ভক্তির বন্ধনগুলিকে ছিন্ন করে সমস্তই পরম প্রভুর পবিত্র চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া এ বিলীনতার তাৎপর্য। যারা সত্যই আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে, পরম প্রভুর চোখ দিয়েই তারা দর্শন করে, তাঁর কান দিয়েই তারা শুনে, তাঁরই মুখে কথা বলে আর তাঁর পা দিয়েই তারা চলাফেরা করে। কিন্তু তবুও তাদের 'আব-দীয়তের' সত্তা স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয় না। ইব্রাহীম ও ইসমাইলের (আঃ) আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই ইসলাম অক্ষয় ও চিরঞ্জীবী হয়েছে।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইব্রাহীম (আঃ) এর আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আত্মসমর্পণের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সত্যই অনুপম এবং উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"পিতা ও পুত্রের আত্মসমর্পণের এই অনুপম দৃশ্য ত্রিভুবন শুদ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করছিল, ত্যাগের এই মহান আদর্শ নিরীক্ষণ ক'রে বসুন্ধরা বিস্ময় পুলকে ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছিল, বিশ্বপতি আল্লাহ তাঁর ভক্ত ইব্রাহীমের প্রতি সদয় হলেন, রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত গ্রাহ্য করে নিলেন আর ইব্রাহীমের এই কুরবানীকে চিরস্মরণীয় করার জন্য পৃথিবীস্থ ইব্রাহীমের (আঃ) আধ্যাত্মিক সন্তানগণের পক্ষে কুরবানীর সুন্নতকে অবশ্য প্রতিপালনীয় করে রাখলেন।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর একটি উধৃতি এই পুস্তিকা হইতে পেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি :

"বসুন্ধরার বুক আজও কোটি কোটি মুসলিম সন্তানে অধ্যুষিত রয়েছে কিন্তু বিশ্বপতি আল্লার তওহীদ ও একত্ববাদের আদর্শ দুনিয়া থেকে মুছে যেতে বসেছে,-তাঁর অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহে পৃথিবী আবার ভরে উঠেছে! আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ আর তাঁর মনোনীত দীনের প্রতিষ্ঠা কল্পে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণা থেকে মানুষ যতই বঞ্চিত হয়ে পড়ছে, ততই জড়বাদ, নাস্তিক্য, শির্ক ও বিদআত মানুষের অন্তঃলোকে আর বহির্জগতে অশান্তি, অতৃপ্তি, বিদ্রোহ, ফসাদ, শোষণ, পীড়ণ, নির্লজ্জতা ও নির্মমতার দাবাগ্নি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে"

ছিয়ামে রামাযান বা ইছলামী কৃচ্ছ্র সাধনা

ইহা ২৬ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহা পাবনা হইতে ২১শে মে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অপরিবর্তিত আকারে উহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়। শেষোক্ত সংস্করণ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়।

রামাযান মাসের কুরআন বর্ণিত শ্রেষ্ঠত্ব, উহার আভিধানিক তাৎপর্যের বিস্তারিত আলোচনা ও বৈশিষ্ট্য, রামাযানে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দার্শনিক তাৎপর্য এবং ছিয়ামের অভিধানিক, কোরআনী ও হাদীসী তাৎপর্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই পুস্তিকায় স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রোযার সাধারণ মসলা মাসায়িলের পরিবর্তে উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখকের মতে "মানুষের আমিত্ব বা খুদীর প্রকৃত উন্মেষ ও পরিপুষ্টির উপর মানব জীবনের তথা বিশ্ব-শান্তি নির্ভর করিতেছে। আমিত্বের বিকাশ পথে মানুষের প্রবৃত্তি ও লালসাগুলি সব সময়ে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহার শক্তি ও প্রাধান্যকে খর্ব করিতে চায়। এই আমিত্ব বা খুদীকে প্রবল ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে প্রবৃত্তি ও লালসাকে তাঁহার অধীনস্থ করার সাধনা করিতে হইবে।" তিনি বলেন, "খুদীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার যে সাধনা তাঁহার নাম ছিয়াম।"

গ্রন্থকার প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) পেটের দাবী, (২) যৌন-ক্ষুধার দাবী, (৩) নিদ্রা বা বিশ্রামের দাবী, (৪) অহমিকার দাবী। তিনি প্রত্যেক প্রকার দাবীর বিশ্লেষণ করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণের কুরআন ও হাদীস-অনুকূল ব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধ ও আবেগ মিশ্রিত ভাষায় অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুছাফাহা

১৯৫৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'মুছাফাহা'র প্রথম সংস্করণ পাবনা হইতে প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক উহা সাদরে গৃহীত হওয়ায় ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে (১লা কার্তিক, ১৩৬৮ বাংলা) উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হয়।

ইহা সুবিদিত যে, ইসলামী অভিবাদন পদ্ধতির দুইটি অঙ্গ: সালাম ও মুসাফাহা। উহার উদ্দেশ্য: পারস্পরিক শান্তি কামনা ও মঙ্গলাচরণ। কিন্তু উহার শেষাংশ অর্থাৎ মুসাফাহার পদ্ধতি—উহা দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, চতুর্হস্ত, না কাঁচিমার্কা তাহা লইয়া মুসলিম সমাজে স্থানে স্থানে মঙ্গলের পরিবর্তে অযথা বাগবিতণ্ডা ও অনর্থপাতের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

মুসাফাহার সুন্নত-সম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলমানগণের ভ্রান্ত ধারণাই এই অনভিপ্রেত ফসাদের কারণ। উহার নিরসনের মহৎ উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দ্বাদশটি হাদীস, ফিকহ গ্রন্থের সূক্ষ্ম আলোচনা, বিভিন্ন মযহবের ৭ জন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানের উক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই ২৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, মুসাফাহা উভয় হস্তে নয়—শুধু দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে। এই পুস্তক মওলানা মরহুমের একদিকে যেমন শরীঅতের খুঁটিনাটি ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় বহন করিতেছে, তেমনি তাঁহার উদারচিত্ততার পরিচয়ও প্রদান করিতেছে। গ্রন্থের উপসংহারে তাঁহার মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যে সকল বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে গোড়াগুড়ি হইতেই মতভেদ রহিয়াছে সেগুলির জন্য মুসলমানদের মধ্যে কলহ বিবাদ এবং ঝগড়াঝাঁটি অত্যন্ত দোষাবহ। ঠাণ্ডা ভাবে সুস্থির মনে দলীল পত্রের পর্যালোচনা দ্বারা যাহা ছুন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহা বরণ করিয়া লওয়া এবং উহাকে অগ্রগণ্য করাই মুছলমানদের কর্তব্য এবং যাহারা সেই দলীলে সন্তুষ্ট বোধ না করেন তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

কুরআন ও হাদীসের আলোকে
হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে মুসলমানগণের আকীদা

—আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

সম্প্রতি পত্রিকা বিশেষে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রে হযরত 'ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে এমন কতিপয় ধারণা ও বিশ্বাসের কথা প্রকাশিত হইয়াছে যাহা মুসলিম সমাজের অনেককে ব্যথিত করিয়াছে, কেহ কেহ সংশয় এবং বিভ্রান্তির কুজ্‌ঝটিকায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়াও আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে উক্ত কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করার জন্য জমঈয়ত দফতরে অনুরোধও জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানানুসারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইসলামী আকীদা কী তাহা তর্জুমানের পাঠকগণের সম্মুখে ধারাবাহিক ভাবে পেশ করার প্রয়াস পাইব। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও হাদীসের বিস্তায় পারদর্শী বিশ্ববিখ্যাত মুহাক্কিক 'আলিমগণের অভিমতও উদ্ধৃত করিব।

আমরা সর্ব প্রথম হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অতঃপর তাঁহার আসমানে উত্থান, কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ এবং সর্বশেষে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের সাক্ষ্য এবং বিশিষ্ট আলেমগণের অভিমত উপস্থাপিত করিব।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন!

হযরত 'ঈসার [আঃ] জন্ম

কুরআনের সাক্ষ্য

কুরআন মজীদের সূরা আল এমরান ৫৯—৬৩ আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে।

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون' الحق من ربك فلا تكن من الممترين الى قوله تعالى فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين .

তর্জমা: নিশ্চয় ঈসার তুলনা আল্লার নিকটে আদমের ন্যায়, তিনি তাঁহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর তাঁহাকে বলিলেন, হও, পরে সে হইয়া গেল। [মওঃ আব্বাস আলী: কুরআন অনুবাদ, ৮৮ পৃঃ]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফিয ইবনে কসীর লিখিয়াছেন:

يقول جل وعلا : ان مثل عيسى فى قدرة الله حيث خلقه من غير اب كمثل آدم حيث خلقه من غير اب ولا ام بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون' فالذى خلق آدم من غير اب وام قادر على ان يخلق عيسى بطريق الاولى والاحرى.....الى ان قال : ولكن الرب جل جلاله اراد ان يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من انثى وخلق "حواء" من ذكر بلا انثى وخلق عيسى من انثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وانثى ولهذا قال تعالى : (ولنجعله آية للناس) وقال ههنا : (الحق من ربك فلا تكن من الممترين) اى هذا هو القول الحق فى عيسى الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواه' وما ذا بعد الحق الا الضلال' ابن كثير على هامش فتح البيان ٥ ج ٢ ص ٢٣١

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুবাদঃ গরীয়ান ও মহীয়ান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই ঈসার (আঃ) দৃষ্টান্ত হইতেছে আল্লার কুদরতের একটি নিশানা—উহা এই জন্য যে, তিনি তাঁহাকে বিনা বাপে পয়দা করিয়াছেন যেমন হযরত আদমকে তিনি বিনা বাপ এবং বিনা মায়ে পয়দা করিয়াছিলেন—বরং তাঁহাকে মাটি হইতে সৃজন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন,হও, আর অমনি হইয়া যায়। সুতরাং যে মহান আল্লাহ আদমকে পিতা এবং মাতার মাধ্যম ছাড়াই পয়দা করিতে পারিলেন তাঁহার পক্ষে 'ঈসাকে শুধু বিনা বাপে পয়দা করা সহজতর.....মহা প্রভু পরওয়ারদিগার তাঁহার সৃষ্ট জগতের জন্য তাঁহার অসীম ক্ষমতার অভিব্যক্তি ঘটাইতে চাহিলেন—ফলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করিলেন—না পুরুষ হইতে, না নারী হইতে। আর হাওয়াকে সৃষ্টি করিলেন পুরুষ হইতে—নারী ব্যতিরেকে, আর 'ঈসাকে সৃষ্টি করিলেন নারী হইতে, পুরুষ ব্যতিরেকে; কিন্তু সৃষ্টির আর সমস্ত কিছু পুরুষ ও নারী হইতে তিনি পয়দা করিয়াছেন। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা সূরা মরয়মে বলিয়াছেন —"এ হেতু যে, আমি তাঁহাকে লোকের জন্য (আমার কুদরতের) নিশানী স্বরূপ করিব।" [মরয়ম—২১] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "তোমার প্রতিপালক হইতে সত্য সমাগত, অতএব তুমি সন্দেহকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইওনা" অর্থাৎ—হযরত ঈসা সম্বন্ধে ইহাই সত্য কথা—ইহা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই এবং এতদ্ব্যতীত আর কিছুই সহীহ নয়, আর হক হইতে বিচ্যুতি ভ্রষ্টতা ভিন্ন আর কি? [তফসীর ইব্নে কসীর—ফত্হুল বয়ানের হাশিয়া (২) ২৩১পৃঃ]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁহার জগদ্বিখ্যাত তফসীর কবীরে বলেন :

اجمع المفسرون على ان هذه الاية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من جملة شبهتهم ان قالوا يا محمد لما سلمت أنه لا اب له من البشر وجب ان يكون ابوه هو الله تعالى فقال : ان آدم ماكان له اب ولا ام ولم يلزم ان يكون ابنا لله تعالى كذلك القول فى عيسى عليه السلام .

সমস্ত মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে একমত হইয়াছেন যে, ইহা রসূলুল্লার (দঃ) নিকট নজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিকালে অবতীর্ণ হয়। হযরত ঈসা সম্বন্ধে তাহাদের প্রশ্ন ছিল এই যে,

হে মুহাম্মদ, আপনি যখন স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, মানুষ কুলের মধ্যে হযরত ঈসার কোন পিতা নাই তখন একথাই তো সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, আল্লাহই তাঁহার পিতা। এই কথার জওয়াবে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইলেন, হযরত আদমের (আঃ) পিতা ছিল না, মাতাও ছিলনা কিন্তু সে জন্য একথা লাযেম হয় নাই যে, তিনি আল্লার পুত্র। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে সেই একই কথা —তফসীর কবীর (২) ৬৯৪ পৃঃ

উহার পরবর্তী আয়াত

فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين .

অর্থাৎ "তোমার নিকট ঈসা সম্বন্ধে ইলম পৌছিবার পরেও যাহারা তোমার সঙ্গে হুজ্জত করিতে থাকে তাহাদিগকে বলিয়া দাও: আইস, আমরা ও তোমরা নিজ নিজ পুত্রদিগকে ও নারীদিগকে ডাকিয়া আনি এবং আমাদের ও তোমাদের নিজেদিগকে সমবেত করি, অতঃপর মুবাহিলায় বসিয়া দোওয়া করি—সেমতে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লার লা'নত করি! (৬১ আয়াত)

www.ahlehadeethbd.org

এই আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী বলেন,

وختم الكلام بهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم وهو انه لم يلزم من عدم الاب والام البشريين لادم عليه السلام ان يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الاب البشرى لعيسى عليه السلام ان يكون ابنا لله تعالى ولما لم يبعد انخلاق آدم عليه السلام من التراب لم يبعد ايضا انخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذى كان يجتمع فى رحم ام عيسى عليه السلام ومن انصف وطلب الحق علم أن البيان قد بلغ الغاية القصوى .

তর্জমা ঃ তাহাদের কথার অযৌক্তিকতা খণ্ডনের জন্য এই সূক্ষ্ম চ্যালেঞ্জই ছিল শেষ কালাম। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, মনুষ্যকুলের মধ্যে আদমের (আঃ) কোন পিতা ও মাতা না থাকায় ইহা যেমন স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া যায় না যে, তাহাকে আল্লার পুত্র হইতে হইবে, তেমনি ঈসার (আঃ) কোন মানবীয় জনক (পিতা) না থাকায় ইহাও প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহাকে আল্লার পুত্র হইতে হইবে। আদমের (আঃ) মাটি হইতে সৃষ্টি যদি অসম্ভাবিত মনে না হয়, তবে ঈসার (আঃ) সেই রক্ত হইতে জন্মও অসম্ভাবিত বিবেচিত হইবে না যাহা তাঁহার মাতার রেহেমে জমা হইয়াছিল। যে কোন সত্য-সন্ধানী এখন স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই অদ্ব্যর্থ বর্ণনা প্রামাণিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। [তফসীর কবীর, (২) ৬৯৪ পৃঃ]

আবুস সাউদের তফসীরে যাহা তফসীর কবীরের হাশিয়ায় ছাপা হইয়াছে—প্রায় অনুরূপ মন্তব্য রহিয়াছে।

তফসীর বায়জাভীর দ্বিতীয় খণ্ড ২২ পৃষ্ঠায় সূরা আলে ইমরানের উপরোধৃত আয়াতের ভাষ্যে বলা হইয়াছে ঃ

ان شانه الغريب كشان آدم عليه الصلوة والسلام وهو انه خلقه بلا اب كما خلق آدم من التراب بلا اب وام شبه حاله بما هو اغرب منه افحاما للخصم وقطعا لمواد الشبه والمعنى خلق قالبه من التراب ٥

"হযরত ঈসার (আঃ) শান তেমনিই আশ্চর্যজনক যেমন আদমের (আঃ) শান, আর সে শান হইতেছে এই যে, তাহাকে (ঈসাকে) আল্লাহ বিনা পিতায় সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তিনি আদমকে (আঃ) বিনা মা ও বাপে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈসার অবস্থার তুলনা করা হইয়াছে এমন ব্যক্তির সহিত যাহার অবস্থা তাহার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর—উদ্দেশ্য ঃ বিরুদ্ধবাদীকে লা জওয়াব করণ এবং সন্দেহের মূলোৎপাটন সাধন।"

হাদীস শরীফের সাক্ষ্য ঃ—বুখারী

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق..... الحديث ٥

"হযরত 'উবাদা বিন সামিত হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লার দাস ও তাঁহার রসূল এবং তাঁহার কলেমা যাহা মরয়মের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং তিনি (ঈসা) তাঁহার আদেশের একটি ফলশ্রুতি আর বেহেশত বাস্তব এবং দোযখও বাস্তব.....ইত্যাদি। বুখারী ঃ কিতাবুল আম্বিয়া —ফত্হুলবারী (৬) ৩০৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যগ্রন্থ ফতহুল বারীর গ্রন্থকার হাফিয ইবনে হজর আস্কালানী এই হাদীসের টীকায় লিখিয়াছেন,

"কর্তা বলিয়াছেন, এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইতেছে নাসারাদের হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা সম্পর্কে ভ্রষ্টতা হইতে মুসলমানদিগকে সতর্ক করা এবং কোন খৃষ্টান যখন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে তখন তাহাকে হযরত 'ঈসা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলি উপলব্ধি করাইতে হইবে। নববী বলেন, এই হাদীসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, উহা আকায়িদ সম্বন্ধীয় হাদীস সমূহের মধ্যে ব্যাপকার্থক....."এবং তিনি হইতেছেন আল্লার কলেমা যাহা মরয়মের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল", উক্ত কথা দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, "ঈসা (আঃ) হইতেছেন বান্দাদের জন্য আল্লার এমন এক (প্রকাশ্য) প্রমাণ যাহাকে আল্লাহ বিনা বাপে অভিনব ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অসময়ে (শৈশবে মাতৃক্রোড়েই) কথা বলাইয়াছেন।

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ

সহীহ মুসলিমেও (কিতাবুল ঈমান: প্রথম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন সনদে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিমের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার নববী উহার আলোচনা অন্তে লিখিয়াছেন, এই হাদীস দ্বারা হযরত ঈসার (আঃ) বিনা বাপে জন্মলাভ প্রতিপন্ন হইতেছে।

আল্লামা ইবনুদ্‌দীব্বী তাহার সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ তায়সিরুল ওসুল প্রথম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠায় 'ঈমান ও ইসলাম' অধ্যায়ে উক্ত হাদীস উধৃত করিয়া হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে উক্ত বিশ্বাস পোষণ করাকে ঈমানের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে মন্তব্য করিয়াছেন। আত্‌তাজুল জামে' লিল ওসুল নামীয় গ্রন্থেও (১ম খণ্ড: ২১ পৃষ্ঠা) অনুরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে।

হানাফী মযহবের অন্যতম প্রসিদ্ধ ইমাম মওঃ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তদীয় বুখারীর ভাষ্য ফয়যুল বারীতে (চতুর্থ খণ্ড: ৪১ পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসের টীকায় উহাকে আকায়েদের অঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ৮৩ জন নারী পুরুষের যে দলটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনার জন্য মক্কার মুশরিকগণ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট মুসলমানদের হযরত ঈসা সম্পর্কীয় বিশ্বাসের কথা বলিয়া নাজাশীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। নাজাশী ছিলেন খৃষ্টান, তাহাকে মুসলমানদের সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট করিতে পারিলে কাফিরদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা। নাজাশী মুসলমানদের হযরত ঈসা সম্বন্ধে আকীদা কি তাহা অবহিত হওয়ার জন্য মুহাজির সাহাবীগণকে তাঁহার দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সাহাবীগণ ডাকার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি যদি ঈসা সম্বন্ধে আমাদের অভিমত জানিতে চান—তখন কি বলিবে? তাহারা বলিলেন,

نقول والله الذى قاله الله فيه والذى امرنا به نبينا ان نقوله فيه .

"আল্লার কসম! আমরা ঐ কথাই বলিব যাহা আল্লাহ তা'লা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন এবং যাহা আমাদের নবী (দঃ) তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিতে আদেশ করিয়াছেন।" ইহা ইবনে মসউদের রেওয়ায়ত। হযরত উম্মে সলমা উম্মুল মুমেনীনের রেওয়ায়তে আছে:

"আল্লার কসম! আমরা তাহাই বলিব যাহা আমরা জানিয়াছি এবং আমাদের ধর্মের যে আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি—ইহাতে ফল যাহাই হোক না কেন।

তাহারা দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর নাজাশী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈসা সম্বন্ধে তোমাদের নবী কি বলেন এবং তোমরা কি অভিমত পোষণ কর? উত্তরে তাহাদের নেতা জা'ফর ইবনে আবী তালেব বলিলেন,

واما فى شان عيسى ابن مريم فان الله عزوجل انزل فى كتابه على نبينا انه رسول قد خلت من قبله الرسل والدته

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্ন ঃ—আযান ও ইকামতের সময় উহার শ্রবণকারী 'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' বাক্যাংশ শুনিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করতঃ উহা তাহার চোখে মলিয়া লওয়ার স্বপক্ষে শরীআতে কোন প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর ঃ—আযান অথবা ইকামত কালে শ্রবণকারী

محمد رسول الله

বাক্যাংশ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করতঃ চোখে মলিয়া লওয়ার কোন প্রমাণ ইসলামী শরীঅতের গ্রন্থাবলীতে আদৌ নাই। এমনকি আযান-ইকামত ব্যতীত অন্য কোনও সময় উহার জওয়াবে

صلى الله عليه وسلم

বলা ব্যতীত উক্ত রূপ আচরণের কোনই প্রমাণ নাই। এরূপ আচরণ নিছক খোশ-খেয়াল ভিত্তিক। শরীআতে ইসলামের বিধানে এরূপ আচরণের সমর্থন কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত যদৃচ্ছভাবে মসয়ালা বানানোর রীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদের পক্ষ হইতে উপরোক্ত ভিত্তিহীন আমলের পোষকতায় যে সব উক্তি ও যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে সেগুলি যথাযথ ভাবে তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

হাদীসে অনভিজ্ঞ কতিপয় লেখক প্রমাণ স্বরূপ তিনটি তথাকথিত হাদীস পেশ করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে প্রথমটি হইতেছে :

من قال : مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد ابدا ٥

"যে ব্যক্তি বলিবে, 'স্বাগতম! হে আমার হাবীব ও নয়ন মণি আবদুল্লাহ-তনয়-মুহাম্মদ (দঃ)! অতঃপর আপন বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় চুম্বন করতঃ উহাকে নয়নযুগলে রাখিবে সে কোন সময়েও অন্ধ হইবে না এবং চক্ষুরোগে ভুগিবে না।"

এই তথাকথিত হাদীসটি য়ামনের অধিবাসী আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবুবকর রাদ্দাদ নামক জনৈক সুফী তদীয় পুস্তক "মু'জেবাতুর -রহমত ওয়া আযায়েমুল মাগফেরাত"এ হযরত খিযিরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। কতিপয় ফেকাহ্‌র কেতাবেও হযরত খিযিরের নাম দিয়া এরূপ বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই বর্ণনার সূত্র সম্পর্কে আল্লামা আজলুনী (রহঃ) তদীয় "কাশফুল খিফা" গ্রন্থের (২) ২০৬ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

الصديقة العذراء البتول المحصان وهو روح الله وكلمته القها الى مريم وهذا شان عيسى ابن مريم ٥

হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আমাদের আকীদা এই ঃ

মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ আমাদের নবীর প্রতি অবতীর্ণ স্বীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা আল্লার রসুল, তাঁহার পূর্বে বহু নবী গত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন সত্য সাধিকা চিরকুমারী, পুরুষের সংস্পর্শ শূন্য, সর্বকলঙ্ক-মুক্ত, তিনি (ঈসা) আল্লার রূহ এবং তাঁহার কলেমা যাহা তিনি মরয়মের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং ইহাই ঈসা ইবনে মরয়ম সম্বন্ধে গূঢ় তত্ত্ব। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

سند فيه مجاهيل مع القطاعه عن الخضر عليه الصلوة والسلام ٠

"এই বর্ণনাটি হযরত খিযির (আঃ) হইতে (সূত্রানুসারে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার সূত্রটিতে যে সকল বর্ণনাকারী রহিয়াছেন তাহারা অপরিচিত ও অজ্ঞাত—অর্থাৎ তাহারা কোন্ দেশের অধিবাসী,কোন্ যুগের লোক এবং কি প্রকৃতির লোক ছিলেন সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণের কেহই অবগত হইতে পারেন নাই।"

তিনি আরও বলেন ঃ

هذا كذب واضح لا خفاء به

"ইহা যে সুস্পষ্ট মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

দ্বিতীয় তথাকথিত হাদীসটি প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীকের নামে প্রচারিত। এই রেওয়াতটি দায়লমীর "ফেরদাওস" কেতাবে নিম্নরূপ মর্মে উল্লেখিত হইয়াছে।

আযানে

اشهد ان محمدا رسول الله

শোনার সঙ্গে সঙ্গে পড়িবে ঃ

اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا .

অতঃপর উভয় তর্জনী অঙ্গুলীর আভ্যরীণ অংশ চুম্বন করতঃ চোখে মলিবে।"

দাইলামী বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে আলিমদের মত

১। ইমাম যুহরী তদীয় সুবিখ্যাত 'তাযকিরাতুল হুফ্‌যায' গ্রন্থে [(৪) ৫৩ পৃঃ] ফেরদওস প্রণেতা শেরওয়ায়হ বিন শাহরেদার দায়লমী সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

اكثره متهم

"দাইলামী মিথ্যা বর্ণনার দোষে দোষী"

২। বিশিষ্ট বিদ্বান মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) তদীয় গ্রন্থ "বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন" ৬৭ পৃষ্ঠায় দাইলমী ও তাঁহার রচিত ফিরদওস পুস্তক সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

اما در اتقان معرفت وعلم او قصوريست در صحيح وسقم احاديث تميز نميكند ولهذا درين كتاب موضوعات و واهيات توده مندرج هستند ٠

"তাঁহার ইলমে হাদীস ও উহার পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষমতায় ত্রুটি আছে। বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীসের প্রভেদ ব্যাপারে তাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। এই কারণেই তাঁহার অত্র কেতাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বাজে কথাগুলি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে।"

৩। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তদীয় জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা"য় 'হাদীস গ্রন্থাবলীর শ্রেণী বিভাগ' অধ্যায়ে হাদীসগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে বুখারী, মুসলিম ও মুওত্তা ইমাম মালেক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি সুননের গ্রন্থাবলী ও মুসনদে আহমদ কেতাবসমূহকে গণনা করিয়াছেন। চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেন ঃ

والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع مالم يوجد فى الطبقتين الاوليين وكانت على السنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين واهل الاهواء والضعفاء او كانت من اخبار بنى اسرائيل او من كلام الحكماء والوعاظ فخلطها الرواة بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ومظنة هذه الاحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدى والديلمى وكاد مسند الخوارزمى ان يكون من هذه الطبقة الى ان قال : فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين وان شئت الحق فترى طوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

يمكنون بادني ذريعة ان يلصقوا مايلائم ويوافق مذاهبهم فالالتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله اعلم ٥

"চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হইতেছে ঐ সকল কেতাব যে গুলির রচয়িতাগণ বহুযুগ পরে এমন কতকগুলি হাদীস সংকলন করার মনোভাব পোষণ করিলেন যাহা উপরোক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। সে হাদীসগুলি এমন লোকদের মুখে মুখেই ছিল যাহাদের হাদীস পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ লিখিয়া লওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। যথা অতিরঞ্জিত বক্তাগণের বিদআতী ও ধর্মীয় জ্ঞানে দুর্বল ব্যক্তিগণের কথা কিংবা বণী ইসরাঈলদের খবরসমূহ অথবা বিজ্ঞ ব্যক্তি ও ওয়ায়েযগণের উক্তিসমূহ। রাবীগণ সেইগুলিকে নবীর (দঃ) হাদীসের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। এই ধরনের হাদীসগুলির স্থান হইতেছে ইবনে হিব্বানের কিতাবুয, যোআফা; ইবনে আদীর 'কামিল' এবং দায়লমীর 'ফেরদওস' কেতাবসমূহ। মসনদে খাওয়ারাযমীও প্রায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।......এই হাদীসগুলি সংগ্রহ করা ও উহা হইতে মসয়ালা বাহির করার কাজ পরবর্তী লোকদের ব্যর্থবিড়ম্বনা মাত্র। সত্য কথা বলিলে বলিতে হয় যে, রাফেযী, মু'তাযেলী প্রভৃতি বিদআতী সম্প্রদায়গণ স্ব স্ব মতের পোষকতায় দ্বিধাহীন চিত্তে উহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু হাদীসবিদ আলেমমণ্ডলীর পক্ষে উহা হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা অসিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন।"

তৃতীয় রেওয়ায়ত যাহা হযরত আদম (আঃ) হইতে বর্ণনা করা হয়। আর উহার উৎস হইতেছে 'ইঞ্জিল বার্ণাবাস'। কেতাবখানি প্রথমতঃ ইব্রানী ভাষায় ছিল, অতঃপর ইটালী ভাষায় উহার তর্জমা করা হয়। কালক্রমে উহা আরবী ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ১৯০৭ সালে (মোতাবেক ১৩২৫ হিঃ) মিসরে 'আলমানার' প্রেসে 'ইঞ্জিল বারনাবাস' নামক খৃষ্টান ধর্মের বাইবেলটি আরবী ভাষায় মুদ্রিত হয়। উক্ত কেতাবের আদম নামে ৩৯ অধ্যায়ের ১৪ ২৭ শ্লোকের মর্মানুসারে হযরত আদম রূহ প্রাপ্ত হওয়ার পর যখন স্বীয় পায়ের ভরে দাঁড়াইলেন তখন শূন্যস্থলে একটি লেখা দেখিতে পাইলেন—উহা এই :

لا الــه الا الله محمد رسول الله

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) বলিলেন :

يارب هبنى هــذه الـكتابة على اظفار اصابع يدى ٥

"হে প্রভু! আমার হাতের অঙ্গুলিগুলির নখের উপরে এই লেখাটি দান করুন।"

আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর لا الـه الا الله এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে محمد رسول الله কালেমা প্রদান করিলেন।

فقبل الانسان الاول بحنو ابوى هــذه الكلمات ومسح عينيــه ..

"অতঃপর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) অপত্য স্নেহে এই কালেমাগুলিকে চুম্বন করিলেন এবং নয়নযুগলে মুছিয়া লইলেন।—বার্ণাবাসের ইঞ্জিল ঃ ৬০—৬২ পৃষ্ঠা।

এক্ষণে যাহারা য়াহুদ নাসারাদের নকল সংবাদগুলি বর্ণনা করিয়া মজলিস গরম করিতে অভ্যস্ত তাহারা দেখিল যে, দক্ষিণ হস্তের নখের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উল্লেখ রহিয়াছে এবং পিতৃ-স্নেহে উভয় কালেমাদ্বয় চুম্বন দেওয়ার কথা ইসলাম পন্থীদের নিকট খাপখাওয়ানো অসুবিধা জনক, কাজেই উহার রূপ পরিবর্তন করিয়া অন্যরূপ বর্ণনা দিতে হইবে। এই ধারণ ও চিন্তার ফল স্বরূপ পরবর্তী কালে উহা হযরতের হাদীসের নাম দিয়া প্রচার হইয়া যায়। তাহাতে হযরত জিব্রীলের হাওয়ালাটাও স্থান পাইয়া যায়। যেমন মুনেস্সুল আবরার ও কাসাসুল আম্বিয়া প্রভৃতি ভিত্তিহীন কাহিনীর কেতাবে এই মর্মে রেওয়ায়ত পরিদৃষ্ট হয় যে, হযরত আদম (আঃ) হযরত মোহাম্মদকে (দঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আল্লাহ তাআলা হযরত মোহাম্মদের (দঃ) চেহারা মোবারক হযরত আদমের (আঃ) নখের পৃষ্ঠে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

فاذا نظر فی صفاء ظفری ابهامیه فرای وجه محمد صلی الله علیه وسلم فقبل ظفری آدم ومسح علی عینیه فصار اصلا الذریته ٥

"আদম যখন নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখদ্বয়ের স্বচ্ছতায় দৃষ্টি করিয়া হযরত মোহাম্মদের (দঃ) চেহারা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি নিজের নখদ্বয় চুম্বন করতঃ চোখে মলিয়া লইলেন; তাই উহা আদমসন্তানের জন্য একটি প্রমাণ হইয়া গেল।"

সাগরা জিলার মুন্সী জান মোহাম্মদ, বেলায়েত খাঁ ও মোহাম্মদ হোসাইন নামক তিনজন হানাফী মোল্লার পক্ষ হইতে ৮ فتوی انگوٹھاچو منے নামক কয়েক পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় উপরোক্ত তথাকথিত দলীলত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা ফাইযাবাদের ইলাহীবখ্‌শের পুত্র মৌলভী যহুরুল্লার প্রচেষ্টায় কলিকাতা সোবহানীয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সুবহানাল্লাহ! যেমন নাম তেমন কাম; ইলাহীর দান সোব্‌হানীয়া প্রেসে বাহির হইল!

উক্ত আমল সম্পর্কে হানাফী মযহাবের মুহাক্কিক আলেমগণের মত :

১। হানাফী মযহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'রদ্দুলমুহতার' (১) ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :

ذکر ذالك الجراحی واطال ثم قال ولم یصح فی المرفوع من کل هذا شيء ٠

"ফকীহ ইমাম জার্‌রাহী উক্ত মসয়ালা উল্লেখ করতঃ দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন মরফূ' হাদীসে এই সমস্ত কথার একটিও সাব্যস্ত হয় নাই।"

২। দিল্লীর মুকুট শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) 'তাকবীলুল আয়নায়ন' নামক ফতোয়ায় লিখিয়াছেন :

در وقت اذان سوائے جواب کلمات اذان چیزے ثابت نہ شدہ ودر وقت نام آنحضرت صلی الله علیه وسلم سوائے فرستادن درود وسلام بر آنحضرت صلی الله علیه وسلم ایں چیزے دیگر ثابت نہ شدہ واین عمل از روئے احادیث معتبرہ در زمانہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم و زمانہ خلفای راشدین نبودہ پس ایں عمل را بوقت شنیدن نام آنحضرت صلی الله علیه وسلم سنت یا مستحب کردن بدعت است واز یں امر احتراز باید کرد واچہ در بعض کتب فقہ می نویسند آن کتب چندہ اعتبار ندارد انتهی بلفظہ ملخصا ٠

"আযান শোনাকালীন আযানের শব্দগুলির উত্তর দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কিছু করার কোন প্রমাণ নাই এবং রসূলুল্লার (দঃ) নাম শ্রবণে কেবলমাত্র দরূদ সালাম পড়া ছাড়া অপর কোন কথা বলার কোন ভিত্তি নাই। রসূলুল্লার (দঃ) নাম শ্রবণে অঙ্গুলিদ্বয় চুম্বন দেওয়া ও তাহা চক্ষুতে মলা কোন গ্রহণযোগ্য হাদীস দ্বারা হুযুরের (দঃ) যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাব্যস্ত হয় নাই। সুতরাং রসূলুল্লার (দঃ) নাম শ্রবণকালে সুন্নত বা মুস্তাহাব জ্ঞানে উক্ত আমল করা বিদ্‌আত। এইরূপ বিদআত হইতে বিরত থাকা উচিত। আর কোন কোন ফেকার কেতাবে এ সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে ঐ সমস্ত কিতাবই নির্ভরযোগ্য নহে।"—ফতোয়া নযীরিয়া (১) ১৩৭ পৃঃ

৩। হানাফী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব শরহে বেকায়া'র স্বনামধন্য টীকা গ্রন্থ সি'আয়াতে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলেন :

والحق ان تقبیل الظفرین عند سماع الاسم النبوی فی الاذان والاقامة وغیر هما کلما ذکر اسمه علیه الصلوة والسلام مما لم یرو فیه خبر ولا اثر ومن قال به

www.ahlehadeethbd.org

فهو المفترى الا كبر فهو بدعة شنيعة سيئة لا اصل لها فى كتب الشريعة ومن ادعى فعليه البيان ولا ينفع الجدال المورث الى الخسران .

"সত্য কথা এই যে, আযান, ইকামত প্রভৃতিতে রসূলুল্লার নাম শ্রবণের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় তখনই দুই অঙ্গুলীর নখ চুম্বন করা সম্পর্কে কোন হাদীস কিম্বা সাহাবীদের কোন উক্তি বর্ণিত হয় নাই। যে ব্যক্তি উহার অস্তিত্বের দাবী করে সে নিশ্চিত-ভাবে এক ডাহা মিথ্যা রচনাকারী। এই কাজ একটি জঘন্য, মন্দ বিদআত। (ইসলামী) শরীঅতের গ্রন্থাবলীতে উহার কোনই ভিত্তি নাই। যে ব্যক্তি উহার দাবী করে তাহার প্রতি চ্যালেঞ্জ—সে উহার বিস্তারিত প্রমাণ উপস্থিত করুক। ক্ষতিই যাহার একমাত্র উত্তরাধিকার এমন ঝগড়ায় পড়া ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র।"

জওয়াব ঠিক হইয়াছে। উত্তরদাতা : (মওলানা) (মওঃ) শইখ আবদুর রহীম আব্ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

প্রশ্ন ঃ— নযর মানা জানোয়ার কিভাবে দান করিতে হইবে এবং নযর মানা জানোয়ার কুরবানী করা হইলে উহার গোশ্ত মান্নতকারী খাইতে পারিবে কি না?

উত্তর ঃ— নযরের বস্তু সদকার শামিল। কাজেই সদকার ন্যায় নযরের জানোয়ার বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গরীব মিসকীন ও অন্যান্য সদকা প্রাপক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিতরণ করা বাঞ্ছনীয়। 'জামেউর রমুয' ৫৫৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

فان تصدق بقيمتها اجزاه

অর্থাৎ উহার মূল্য সদকা করিয়া দেওয়াও যথেষ্ট হইবে।

মান্নতের জানোয়ার কুরবানী করা হইলে উহার গোশ্ত সম্পূর্ণ গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে হইবে—উহার কিছু মাত্রও নিজেরা খাইতে পারিবে না। 'মুগ্নী' (৩) ৫৪২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে :

ولا ياكل من المنذور وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن واسحاق لان النذر جعله لله تعالى ০

অর্থাৎ যেহেতু নযর ও মান্নতের জানোয়ার আল্লার নামে সদকা করা হইয়াছে কাজেই উহার গোশ্ত খাইতে পারিবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, আতা, হাসান এবং ইসহাক এই অভিমতই পোষণ করিয়াছেন :

রদ্দুল মুহতার ফতোয়ায়ে শামীয়া (৫) ২১১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

ولا ياكل الناذر منها

অর্থাৎ মান্নতকারী উহা হইতে কিছু মাত্রও খাইতে পারিবে না।

উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণে নযর ও মান্নতের জানোয়ার সর্বতোভাবে সদকার পর্যায়ভুক্ত। প্রকৃত পক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

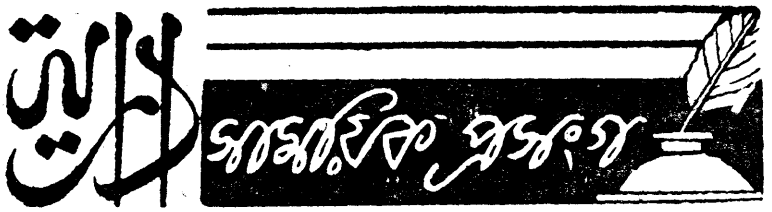

بسم الله الرحمن الرحيم

মানব জীবন

জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোধান, উত্থান ও পতন এবং আবর্তন ও বিবর্তনের ভিতর দিয়া জগত সংসারের রথ-চক্র অবিরাম ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মৃত্যু অবধারিত, মানুষ সেই সাধারণ নিয়মেই বাঁধা, উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নাই। মৃত্যুর পরওয়ানা যখন যাহার নিকট যে অবস্থায় চলিয়া আসে, তখন তখনই তাহাকে সেই অবস্থায় সাড়া দিতে হয়। কোন ক্ষমতাগর্বী শাহানশাহ, কোন বুদ্ধিদীপ্ত ফিলজফার, কোন কুট-কৌশল রাজনীতিবিদ, কোন প্রজ্ঞাশীল বৈজ্ঞানিক এ পরওয়ানার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারে নাই—আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যায় পারদর্শী সাধু সন্ত, গওস কুতুব—এমন কি আল্লার মনোনীত মানবজাতির মুক্তি পথ প্রদর্শক নবী রসুলগণও রেহাই পান নাই।

অতীতের সকলেই মরিয়াছে আর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলেই মরিবে—অমর ও চিরঞ্জীব কেবল একজন, যিনি অনাদি ও অনন্ত, আওয়াল ও আখের, সর্বশক্তিমান ও সর্বমহীয়ান। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই হন্তা। মানুষ সৃষ্ট হইতেছে ও মৃত্যু বরণ করিতেছে কিন্তু মৃত্যুই তাহার শেষ নয়, উহা অবস্থান্তর মাত্র। মৃত্যুর পর যে জগতে তাহার অবস্থিতি—ইসলামী পরিভাষায় উহার নাম "আলমে বরযখ"। উহা মানবাত্মার জন্য মধ্যবর্তী জগত। সেই মধ্যবর্তী অবস্থারও শেষ আছে—প্রত্যেক মানবকে মহাবিচার দিবসে আল্লার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং পার্থিব জগতে সমস্ত কৃতকর্মের চুলচেরা হিসাব দিয়া অবধারিত পুরস্কার অথবা দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

জীবনের উদ্দেশ্য এবং মানবের আত্মবিস্মৃতি

আল্লার পাক কালাম—কুরআন মজীদ এবং রসুলুল্লার মুখ নিঃসৃত পাক বাণী সমূহে মানব জীবনের উপরোক্ত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের দায়িত্ব বর্ণিত এবং সেই দায়িত্ব পালনের সফলতা অথবা ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে শুভসন্দেশ কিম্বা হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

পার্থিব জীবনের শতবিধ আকর্ষণ মানুষকে তাহার জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতে বিভ্রান্ত করিয়া পথচ্যুত করিয়া ফেলে, আল্লার সাবধান বাণী সম্বন্ধে মানুষ গাফেল হইয়া পড়ে। সে নিজের সম্বন্ধে সীমার অতিরিক্ত ভাবিতে শুরু করে এবং তাঁহার মনের দর্পণে আকাশ কুসুম রচনা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে; নিজের শেষ পরিণতির কথা ভুলিয়া যায়। আত্মবিস্মৃত ও সম্বিৎহারা জীবে সে পরিণত হয়।

কিন্তু আল্লাহ মেহেরবান। গাফেল বান্দাদিগকে তিনি নানা উপায়ে সতর্ক করিতে থাকেন। বিপদের আবর্তে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসার আগুনে তিলে তিলে পোড়াইয়া, ঝড় ঝঞ্ঝা, প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতির মাধ্যমে ধ্বংসশীল ক্ষমতার নিদর্শন উপস্থাপিত করিয়া আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের সতর্ক হওয়ার ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন।

কায়রোর বিমান দুর্ঘটনা

বিগত এপ্রিল মাসে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জোয়ারের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পরই বিমান দুর্ঘটনায় কায়রোর নিকট ১২১টী মূল্যবান জীবন অভাবিত ভাবে চিরতরে বিনষ্ট হওয়ার সংবাদ অতীব বেদনাদায়ক। তাই পৃথিবীর সর্ব প্রান্তের সকল শ্রেণীর লোক এই ভাগ্যাহত পরলোকগত লোকদের জন্য দুঃখিত হইয়াছে—কিন্তু পাকিস্তানীদের ক্ষতিই ছিল সর্বাধিক তাই তাহারা অধিক কাঁদিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে অনেকগুলি প্রতিভাশালী ও প্রতিশ্রুতি-শীল সাংবাদিকের সেবা হইতে পাকিস্তান চিরতরে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। আমরা এজন্য খুবই মর্মাহত। মরহুমীনের পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা এবং অন্যান্য আপনজনের গভীরতম বেদনায় আমরা আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং পরলোক গত আত্মার জন্য মাগফিরাত কামনা করিতেছি।

সাহায্য দান, না আত্মতৃপ্তি?

এই দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা যদি আমাদের গাফলতীর স্বপ্ন ভাঙিয়া দিতে পারিত—যদি আমাদিগকে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে এবং চরম পরিণতি সম্পর্কে একটা যথার্থ সবক দিয়া যাইতে পারিত, তবু দুঃখ এবং শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! চতুর্দিকের অবস্থা দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে, আমরা এই সব দুর্যোগ দুর্ঘটনাকে বিধর্মী, প্রকৃতিবাদী ও আধুনিক বস্তুবাদীদের ন্যায় অন্ধ প্রকৃতির এক অস্বাভাবিক অপকাণ্ড রূপেই গ্রহণ করিয়াছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক মহা দুর্ঘটনার পশ্চাতে যে একজন মহা ইচ্ছাময়ের উদ্দেশ্যমণ্ডিত ইচ্ছা সক্রিয় রহিয়াছে তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখিতেছিনা—উহা হইতে কোন শিক্ষা ও সবক গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেছি না।

বাত্যা দুর্গত জনসাধারণ ও বিমান বিধ্বস্ত ব্যক্তিগণের অসহায় আশ্রিতদের জন্য সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারণ করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিক দায়িত্ব; সুস্থ বিবেক এবং মানবীয় কল্যাণবোধের অনুপ্রেরণায় আমাদিগকে এই সব কাজে আগাইয়া আসা উচিত। সেই পথ এড়াইয়া সাহায্যের নামে যাহারা ধর্মবিরোধী, আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আদর্শ পরিপন্থী নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নিজেদিগকে নিয়োজিত করেন এবং যাহারা উহাতে যোগদান করিয়া মনের বিকৃত ক্ষুধা মিটাইবার মাধ্যমে অর্থ-ব্যয় করিয়া সাহায্য করিলেন বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেন তাহারা সত্যই করুণার পাত্র! এরূপ সাহায্য দান অপেক্ষা বারিত থাকা অনেক ভাল। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়ত করুন, তাঁহার সঠিক পথে চলার তওফীক প্রদান করুন!

পরলোকে মওলানা নযীর আহমদ রহমানী

বিগত ৩০শে মে মওলানা নযীর আহমদ রহমানী ইন্তিকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) মওলানা সাহেব ছিলেন হিন্দুস্তানের আযমগড় জিলার আমলু গ্রামের অধিবাসী। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত রহমানীয়া মাদরাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত ফারেগ হইয়া উক্ত মাদ্‌রাসাতেই অধ্যাপনা শুরু করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং অন্যান্য দুর্বিপাকে উক্ত মাদ্‌রাসা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে দিল্লী ছাড়িতে হয়। উক্ত মাদরাসায় অবস্থান কালে তথা হইতে প্রকাশিত 'মুহাদ্দিস' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সহিত পালন করেন।

"বানারস দারুস হাদীস" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, স্থাপনা ও পরিচালনায় মওলানা মরহুমের দান ছিল অপরিসীম, তিনিই উহার শায়খুস হাদীস পদে ব্রত হইয়াছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের নব বিধান সাংগঠনিক কাজেও তিনি পুরাপুরি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি গবেষণা সমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। আহলে হাদীস কনফারেন্সের মুখপত্র 'তর্জুমানে' তাঁহার একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ বিশেষ-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, উহাতে আযাদী আন্দোলনে পাক ভারতের আহলে হাদীসগণের অবদান বিশেষ করিয়া মওলানা সৈয়দ নযীর হুসেন সম্পর্কে বহু তথ্যবহুল এবং চিন্তা ও যুক্তিসমৃদ্ধ আলোচনা উহাতে স্থান লাভ করিয়াছিল। উহা প্রকাশিত করার কথা লেখক স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই।

মওলানা মরহুমের এক পুত্র বর্তমানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত রহিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার শেষ কথা সমূহের অন্যতম ছিল তাঁহার এই ছেলে এবং তাঁহার শিক্ষা।

মওলানা নযীর আহমদের মৃত্যুতে সাধারণভাবে পাক ভারতের মুসলিম সমাজ এবং বিশেষ করিয়া জামা'তে আহলে হাদীস ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এ ক্ষতি সহজে পূরণ হইবে এমন লক্ষণ আপাততঃ পরিদৃষ্ট হইতেছেনা। আমরা মওলানা মরহুমের পরলোকগত আত্মার মাগফিরাত কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধবগণের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া পিতার অভাব পূরণ করিয়া দীন ইসলামের খেদমত করার পূর্ণ তওফীক অর্জন করুন—আমরাএই কামনা করি।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

www.ahlehadeethbd.org